CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 April, 2021 ■ আগরতলা, ১০ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ২৭ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পাহাড় কার, জানা যাবে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম/ কুমারঘাট, ৯ এপ্রিল।। আগামীকাল শনিবার এডিসি নির্বাচনের ভোট গণনা। যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে সমস্ত ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনও সমস্ত ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। রাজ্যের ১৬টি মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ে সকাল সাতটা থেকে গণনা শুরু হবে। আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই পরিস্কার হয়ে যাবে মূলতঃ পাহাড় দখলের লড়াইয়ে কারা জয়ী হয়েছেন। আইপিএফটি বিজেপি জোট, সিপিএম, তিপ্রা মথা এবং কংগ্রেস, মূলত তাদের মধ্যেই লড়াই হচ্ছে। যদিও অন্যান্য নির্দল প্রার্থীও রয়েছেন। তবে এবারের এডিসি নির্বাচন অন্যান্য এডিসি নির্বাচন থেকে অনেকটাই পৃথক।

এদিকে, শনিবার সকালে শুরু হবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ভোট গণনা প্রক্রিয়া। শুক্রবারের মধ্যে সমস্ত দলের কাউন্টিং এজেন্ট দের নির্বাচনী আই কার্ড নেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন রিটার্নিং অফিসার তথা বিশালগড় মহকুমাশাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য। শুক্রবার দুপুরে ১৯ আমতলী গোলাঘাটি নির্বাচনী আসনের আইএনপিটি দলের ৮ জন প্রতিনিধি বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয় এসেছিলেন নির্বাচনী কার্ড সংগ্রহ করতে। অভিযোগ কার্ড হুমকির মুখে পড়েন তারা। ছিনিয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করা হয় কার্ড গুলো।শুধু তাই নয় ভাড়া করে আনা ভাড়াটিয়া গাড়ির চালককে হুমকি দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তারা পুনরায় ঢুকে পড়েন মহকুমা শাসক কার্যালয়ে।খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, ওসি সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। সঙ্গে ছিল সামরিক বাহিনীর জওআনরাও। তাদের ভয়ে দুস্কৃতিকারীরা খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে জড়ো হয় মহকুমা শাসক কার্যালয় চত্বরের বাইরে। ঘটনার প্রায় দুই ঘণ্টা বাদে পুলিশি প্রহরায় আইএনপিটি দলের কাউন্টিং এজেন্ট দের দুষ্কৃতীদের ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করে পাঠিয়ে দেয়া হয় নিজ ঠিকানায়। ঘটনার চরম নিন্দা জানিয়ে দুষ্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন আইএনপিটি রাজ্য স্তরীয় নেতা মানব দেববর্মা।

অন্যদিকে, ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ভোট গণনা শনিবার সকাল থেকেই। এ জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ঊনকোটি জেলার দুটি আসনের ভোট গণনার জন্যও প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে।রাত পোহালেই এডিসি নির্বাচনের ভোট গননা।ফলাফল জানতে কাউন্টডাউন শুরু। ঊনকোটি জেলার দুই নং মাছমারা ও চার নং করমছড়া আসনের ভোট গননা পর্ব সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে।কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া স্কুল গননা কেন্দ্রের দুটি হলে সকাল আটটা থেকে গননা পর্ব শুরু হবে।প্রতিটি হলে থাকবে ৬১ গননা টেবিল।প্রতিটি টেবিলে একজন করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই নদীতে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। কল্যাণপুর থানা এলাকার উত্তর কমলনগরে খোয়াই নদী থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উত্তর কমলনগর গ্রামের রাকেশ বিশ্বাস নামে এক যুবক খোয়াই নদীতে বৃহস্পতিবার মাছ ধরতে গিয়েছিল। দিনভর খোয়াই নদীতে মাছ ধরে সে। সন্ধ্যার পরও বাড়ীতে ফিরে আসেনি। তাতে পরিবারের লোকজনদের মনে সন্দেহ জাগে।

পরিবারের লোকজন এবং এলাকাবাসী তাক খুঁজতে শুরু করেন।। জানা যায় নদীর পাড়েই তার কিছু কাপড়চোপড় পাওয়া গেছে। নদী থেকে যে মাছগুলি পড়েছিল সেগুলি একটি ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেছে। পাপে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। নদীতে তল্লাশি চালিয়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় লোকজন। দেহটি উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।কল্যাণপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শুক্রবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের খবরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কোথাও, আত্মহত্যার ঘটনা, আবার কোথায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা আকছার ঘটছে।

করোনায় আক্রান্ত মুখ্যমন্ত্রী উপ-মুখ্যমন্ত্রী, সুস্থ উভয়েই

আগরতলা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা আক্রান্ত হলেও ত্রিপুরা-র মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী অনেকটাই সুস্থ আছেন। তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন ডা: অতনু ঘোষ। প্রসঙ্গত, বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বৃহস্পতিবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা দুজনেই বাড়িতে আইসলেসনে রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসায় ডা: শ্যামল রায়ের নেতৃত্বে এক বিশেষজ্ঞ টিম গঠিত হয়েছে। ওই টিমের সদস্য ডা: অতনু ঘোষ বলেন, আজ আমরা সকালে মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা করেছি। তিনি যথেষ্ট ভালো আছেন। গতকাল রাতে তাঁর জ্বর এসেছিল। কিন্তু এখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রীর রক্তচাপ, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রাও স্বাভাবিক রয়েছে। এমনকি, তাঁর শ্বাস নিতেও কোনও কষ্ট হচ্ছে না। ফলে, দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি জানান, শীঘ্রই তাঁর চিকিৎসায় নতুন কী পদ্ধতি নেওয়া দরকার তা স্থির করা হবে।

এদিন তিনি আরও জানান, আজ আমরা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করেছি। তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর দেহে করোনা-র কোনও উপসর্গ নেই। তিনি সুস্থ আছেন। শীঘ্রই তাঁর রক্তের নমুনা পরীক্ষা এবং সিটি স্ক্যান করা হবে।

বিদ্যুৎ স্পষ্টে ৩ তলার ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন তালার উপর থেকে নিচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। শুক্রবার দুপুর নাগাদ রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে একটি দালান বাড়িতে নির্মাণ কাজ করার সময় তিন তালার উপরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিচে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম জয় দাস। আরো এক শ্রমিক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

ঘটনার পর পরই স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে দুই জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক এক শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর এক শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে। উল্লেখ্য যে বাড়িতে নির্মাণ কাজ চলছিল সেই বাড়ির পাশ দিয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বয়ে গেছে। কাজ করার সময় সেই বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে আসার ফলে তিন তালার উপর থেকে নিচে পড়ে যায় শ্রমিক। তাতেই মর্মান্তিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন ঃ সন্ত্রাসের অভিযোগ নিয়ে তরজা

১৪৪ ধরা জারি করার দাবী জানাল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। এডিসি ভোটের গণনার প্রাক সন্ধ্যায় সিপিআইএম রাজ্য কমিটি সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করছে না বলে অভিযোগ এনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ বলেন, গণনা কেন্দ্রে হামলা হুজ্জুতির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এখানে সিপিআইএম রাজ্য সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ বলেছেন, গণনার আগে ১৪৪ ধারা জারি করার জন্য আদেশ জারি করতে আট জেলার সকল ডিএমকে বার্তা দেওয়ার জন্য সিপিআইএম রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করেছিল। পূর্ববর্তী বামপন্থী শাসনামলে যে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এড়াতে এই জাতীয় আদেশ জারি করা হয়েছিল।

তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতাসীন দল সহিংস হামলা শুরু করেছে। এমনকি ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডাররা সিধাইয়ের এসিডিএম কার্যালয়ে ঢুকে গত ০৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ভোটের গণনা না করে বিজয়ী প্রার্থী ঘোষণা করতে দাবী জানায়। বিরোধী দলগুলির পোলিং এজেন্টদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোট গণনার আগেই সিপিএম অশান্তি সৃষ্টি করছে ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। শুক্রবার বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্জি দাবি করেছেন যে কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল, বিশেষত সিপিআইএম গণনার আগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি করছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এখানে বিজেপি রাজ্য সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রেখে শ্রীভট্টাচার্জি বলেছেন যে বিজেপি রাজ্য নেতারা গণনার দিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখতে সমস্ত দলীয় কর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছে। সতর্ক করা হয় যাতে কোন ধরনের প্ররোচনার ফাঁদে পা না দেন।

সিপিআইএম নেতারা এক সংবাদ সম্মেলনে তাদের কর্মীদের ইঙ্গিত দিয়েছেন শনিবার গণনার আগে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি করতে। সে অনুযায়ী সিপিআইএমের দলীয় কর্মীরা রাজ্যের অন্যান্য অংশের সাথে সিধাইতে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছেন নবেন্দু ভট্টাচার্য্য।

মুখপাত্র বলেছেন, তিপ্রা মোথার চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ কিশোর সিধাইয়ে গিয়েছিলেন। সিপিআইএম সর্বদা পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দলগুলিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলের নিচে ঝাপ দিয়ে আত্মঘাতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ইচা বাজার এলাকায় চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে এক বৃদ্ধা আত্মহত্যা করেছে। শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন হয়েছে বাজারে রাজধানীতে তেজস দ্রুতগামী ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এক বৃদ্ধা। রাজধানী তেজস ট্রেনটি আগরতলা স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। ঘটনার পর পরই স্থানীয় লোকজনরা ঘটনাস্থলের পাশে ভিড় জমান।

খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং জিআরপিএফকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। রেলের নিচে কাটা পড়ে মহিলার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। জানা গেছে রেল ইঞ্জিন এর নিচে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দেন। রেলে কাটা পড়ে মৃত মহিলার পরিচয় এখনো জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়েই আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে মহিলা ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়েছে।

জলের দাবীতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। পানীয় জলের দাবিতে ডেপুটেশন প্রদান করল বাম যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ আই। দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর চন্দ্রপুর, ধলেশ্বর এবং শিবনগর এলাকায় পানীয় জলের সংকট চলছে। সংকট বর্তমানে চরম আকার ধারণ করছে। এলাকাবাসী দুর্ভোগ নিরসনে শুক্রবার ডি ওয়াই এফ আই পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে পানীয় জল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শান্তিরবাজারে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার ৯ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে দুইজন যুবককে গ্রেপ্তার করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ। সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা পোষ্ট শেয়ার করাতে দুই যুবককে আটক করলো শান্তির বাজার থানার পুলিশ।

এই নিয়ে শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান দক্ষিন তাকমা তৈপারচুং পাড়ার বাসিন্দা ম্যান্ডালা রিয়াং (২৭) ও বীরচন্দ্র নগর এলাকার বাসিন্দা রঞ্জীত রিয়াংকে (৩১) মোবাইল ফোনে ট্রেকিং করে আটক করে। অভিযুক্ত দুই যুবক ফেইসবুকে ফেইক আইডি খুলে মুখ্যমন্ত্রীর ফটোতে মালা দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে পোষ্ট করা ছবি শেয়ার করেছে বলে জানাযায়। এই নিয়ে শান্তির বাজার থানা গতকাল দুইজনকে আটক করে কেইস নং ১৩ / ২০২১ এবং ১২০ (৬) / ১৫৩ এ / ২৯৫ (এ)/ ৫০৪ / ৫৯০ (২) আই পি সি এক্ট মামলা দায়ের করে দুই আভিযুক্তকে বিলোনীয়া জেলা দায়রা আদালতে প্রেরন করাহয়। এই নিয়ে ওসি সুব্রত চক্রবর্ত জানান ঘটারসাথে জরিত মূল অভিযুক্তকে আটক করার করার প্রয়াস চালানোহচ্ছে।

ত্রিপুরায় এডিসি এবং অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র জয় নিশ্চিত : নেডার আহ্বায়ক

ভিজন ডকুমেন্টের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে বিজেপি জোট সরকার ঃ ড. হিমন্তবিশ্ব

আগরতলা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা-র প্রকোপ এবং অসমে বিধানসভা নির্বাচনের ব্যস্ততায় অনেক সময় পার হয়ে গেছে, ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের দর্শন ও আশীর্বাদ নিতে পারিনি। তাই আজ মায়ের দর্শন করে আশীর্বাদ নিলাম। ত্রিপুরা সফরে এসে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অকপটে এ-কথা বলেন অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী তথা নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে যথেষ্ট ভালো কাজ হচ্ছে। ভিজন ডকুমেন্টে নেই এমন অনেক কাজ হয়েছে ত্রিপুরায়। ভিজন ডকুমেন্টের সমস্ত প্রতিশ্রুতিও পূরণ করবে বিজেপি জোট সরকার।

আজ শুক্রবার আগরতলায় এমবিবি বিমানবন্দর থেকে নেডা-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা হেলিকপ্টারে সোজা উদয়পুর চলে যান। তাঁর সাথে ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, খাদি গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য সহ গোমতি জেলা বিজেপি-র শীর্ষ পদাধিকারীরা। ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা সম্পূর্ণ রীতিনীতি মেনে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দেন। পূজা দেওয়ার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, প্রত্যেক বছর মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর দর্শন করি এবং আশীর্বাদ নেই। কিন্তু করোনা-র প্রকোপ এবং অসমে বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে ব্যস্ততার কারণে অনেক দিন ধরে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ মাতা ত্রিপুরেশ্বরীর দর্শন করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়েছি। ড় শর্মা দাবি করেন, ত্রিপুরার মানুষ সরকারের কাজকর্মে ভীষণ খুশি, তা তিনি জানতে পেরেছেন। বলেন, ভিজন ডকুমেন্টের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে। এমন-কি ভিজন ডকুমেন্টে নেই এমনও কাজ করছে ত্রিপুরা, এতে মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার ভীষণ ভালো কাজ করছে। ফলে, আমাদের উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া উচিত।

১০,৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রসঙ্গে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে জলে ডুবে শিশুর মৃত্যু শোকস্তব্ধ এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। সাত সকালে জলে ডুবে ৭ বছরের শিশুর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ধর্মনগর থানা রোড এলাকায়। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানা রোড এলাকায় শুক্রবার সাতসকালে জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে সাত বছরের এক শিশুর। জানা গেছে বাড়ির লোকজনদের অলক্ষ্যে ও অসাবধানতার কারনে পাশের বাড়ির এক পুকুরে পড়ে যায় ৭বছরের শিশুটি। শিশুটির নাম সমৃদ্ধ দাস। পিতার নাম সুদীপ দাস।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে শিশুটিকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন তাকে খুঁজতে বের হন। খুঁজতে গিয়ে পরিবারের লোকজনেরা শিশুটিকে পাশের বাড়ির পুকুরের জলে পড়ে থাকতে দেখেন। সেখান থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। জলে ডুবে শিশুর মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুর এসডিএম অফিসে গণনা কেন্দ্রে হামলা পরিকল্পিত বললেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে তিপ্রা মথার উপর আক্রমণ করেছে দুষ্কৃতীরা। আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল আজ মোহনপুরে আমার উপর আক্রমণ করা হবে। এই আক্রমণ করে আমাকে ভয় দেখানো যাবেনা। শুক্রবার রাজবাড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ভাবেই কটাক্ষ করে বলেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ।

তিনি জানান, শাসক দলের দুর্বিত্তরাই এই হামলা সংগঠিত করেছে। যেটা কাপুরুষের পরিচয় দিয়েছে তারা। যদি চ্যালেঞ্জ নিতেই হয় তাহলে নির্বাচনী ময়দানে এসে নিক বলে তিনি দাবি করেন। পাশাপাশি এই আক্রমনের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী তার সাথে কথা বলেছেন। এবং ঘটনার তীব্র নিন্দাও জানিয়েছে। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। অবিলম্বে যাতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এই দাবি জানান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ।

পরিকল্পনা করে মোহনপুর মহকুমা শাসক অফিসে তিপরা পার্টির উপর আক্রমণ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টির গুন্ডারা। আর দলের নেতৃত্ব যদি সুরক্ষিত না থাকে তাহলে কর্মী এবং ভোটাররা কিভাবে সুরক্ষিত থাকবে। এভাবে তিপরা পার্টির চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে ভয় দেখানো যাবে না। যদি চ্যালেঞ্জ নেওয়ার থাকে তাহলে নির্বাচনী ময়দানে এসে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজবাড়ীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন তিপরা পার্টির চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন।

কিন্তু শুক্রবার মোহনপুর মহকুমা শাসক অফিসে যে ধরনের আক্রমণ করেছে শাসক দলের গুন্ডারা তা সম্পূর্ণ কাপুরুষত্ব। বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিন্দা জানিয়েছেন বলে জানান প্রদ্যুৎ। অভিযুক্তরা পূর্বে কংগ্রেসের ছিল, পরবর্তী সময় সিপিএমের যায় এবং বর্তমানে তারা ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে এ ধরনের সন্ত্রাসজনক ঘটনা করে চলেছে। কারন তারা চায় ডাঙ্গা এবং উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে। এদিনের ঘটনার তীব্র নিন্দা দায়ক। পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। রাজ্য পুলিশ আধিকারিককে বিষয়টি অবগত করা হয়েছে। তাই পুলিশের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে অবিলম্বে সি সি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলে জানান তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন এন্টনি দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ভাবে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর এক বার্তা জারি করেছেন। ওই বার্তায় প্রদ্যুৎ উল্লেখ করেছেন, এদিনের ঘটনার সাথে তাঁর পরিবারের সদস্য তাঁর কাকা তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার নাম জড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু, তা ঠিক নয়। প্রদ্যুৎ বলেন, এই ঘটনার সাথে যীষ্ণু দেববর্মা কিংবা তাঁর পরিবারের কারোর কোন যোগাযোগ নেই। শুধুশুধি বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য প্রদ্যুৎ সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং পুলিশের ডিজিপি এর সাথেও তাঁর কথা হয়েছে। তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এদিনের ঘটনায় যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে।

শুক্রবার আগরতলায় প্রতাপগড়ে হাওড়া নদীতে বারনীর স্নান। ছবি নিজস্ব।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১৭৮ ◻ ১০ এপ্রিল ২০২১ ইং ◻ ২৭ চৈত্র ◻ শনিবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সচেতনতা

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলা করিবার জন্য রাজ্য সরকার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। অফিস-আদালতে বাজার হাটে রাস্তায় যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। সরকারি অফিসে আগাম অনুমতি ছাড়া ভিজিটরদের প্রবেশের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। জরুরী প্রয়োজনীয় ২০ জনের বেশি লোক সমাগম করিয়া মিটিং করা যাইবে না। রবীন্দ্র ভবন, প্রজ্ঞা ভবন সহ অন্যান্য স্থানগুলোতেও সব ধরনের মিটিং সেমিনার নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা তেও কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।বাজার হাটে ব্যবসায়ীদের এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নির্দেশ জারি করা হইয়াছে।জিতের অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হইয়াছে।শুধু আর্থিক জরিমানা এই নয় প্রয়োজনে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হইবে বলিয়া প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হইয়াছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতা আর নিরিখেই প্রশাসন এবার কঠোর মনোভাব আগে থেকেই গ্রহণ করিয়াছে।পুরোপুরি লকডাউন ঘোষণা করা হলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপন্ন হইয়া পড়ে। তাহাতে মানুষের দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

দিনকয়েক পূর্বে দেশের খুচরা ব্যবসায়ীদের একটি সংগঠন সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছিল কোভিড-এর দ্বিতীয় প্রবাহ ঠেকাইতে যেন ফের সার্বিক লকডাউনের পথে না হাঁটা হয়। আবারও লকডাউন হইলে তাঁহাদের ব্যবসা বাঁচাইবার আর কোনও উপায় থাকিবে না। শুধু খুচরা ব্যবসায়ীরাই নহেন, আরও এক দফা লকডাউন হইলে ভারতবাসীর সিংহভাগ ধনেপ্রাণে মারা পড়িবেন বলিয়াই আশঙ্কা। আশার কথা, সরকারও সম্ভবত পরিস্থিতিটি সম্বন্ধে অবহিত। ফলে, দ্বিতীয় প্রবাহ ঠেকাইতে গত বৎসরের ন্যায় কঠোর লকডাউনের কোনও পরিকল্পনা এখনও শোনা যায় নাই। অবশ্য, সিঁদুরে মেঘটুকুও না দেখিয়া ভয় পাইবার কারণ ভারতবাসীর আছে রাত্রি আটটায় জাতির উদ্দেশে ভাষণের বিভীষিকাগুলি সচরাচর পূর্বাভাস ভিন্নই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু, এই কথাটি অনস্বীকার্য যে, গত বৎসরের কঠোরতার পুনরাবৃত্তি করিবার বিপদ এই দফায় স্পষ্টতর, এবং গভীরতরও বটে। ২০২০ সাল ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে যে ভাবে ধ্বস্ত করিয়াছে, তাহার আর নূতনতর আঘাত সহিবার সামর্থ্য নাই। দ্বিতীয় প্রবাহের সহিত যুদ্ধে ইহাই ভারতের সম্মুখে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ অর্থব্যবস্থাকে স্থবির না করিয়া অতিমারির মোকাবিলা করিতে হইতেছে।

তাহার উপরে আছে পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তাহার প্রচারপর্ব যেমন চলিতেছে, তেমনই নির্বাচন প্রক্রিয়াটি চালাইতেও প্রচুর লোক প্রয়োজন। স্বস্তির কথা যে, আর এক মাসের মধ্যে সেই পর্ব মিটিবে কিন্তু তত দিনে অনেক দেরি হইয়া যাইবে কি না, সেই প্রশ্ন থাকিতেছে। অর্থব্যবস্থাকে চালাইয়া লইতে হইলে অফিসকাছারি, কলকারখানাও চলিবে। বাস-ট্রেনে লোকে যাতায়াত করিবেন। দোকানপাটও চলিবে। যাঁহারা অতিমারি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া কোনও রকম সুরক্ষার তোয়াক্কা না করিয়াই রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের কথা ভিন্ন কিন্তু, যাঁহারা এই রোগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের বাঁচিবার উপায় কোথায়? বিনোদনের প্রশ্ন নাহয় বাদ দেওয়া গেল, সন্তানের স্কুল-কলেজও নাহয় বন্ধই থাকিল কিন্তু, অর্থনৈতিক উৎপাদন যদি চলিতে থাকে, সেই প্রক্রিয়ায় যোগ না দিয়া কর্মজীবী মানুষের উপায় কী? নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার সব চেষ্টা নাগরিককে করিতেই হইবে বিশেষত, মাস্ক না পরিবার হঠকারিতা নৈব নৈব চ। কিন্তু, তাহাতেও কি বিপদ সম্পূর্ণ ঠেকানো যাইবে? অর্থব্যবস্থার চাকাকে আরও এক বার স্তব্ধ হইতে দেওয়া চলিবে না, আবার শ্রমশক্তিকেও নিরাপত্তা দিতে হইবে সরকার ও প্রশাসনের উপর এখন এই জোড়া দায়িত্ব ন্যস্ত।

গামলার নোংরা স্নানের জলের সঙ্গে শিশুটিকেও ফেলিয়া দিবার রাষ্ট্রীয় কু-অভ্যাসটি যদি এই বার বিদায় হয়, তবে মঙ্গল। বিশেষত, গত দফার কড়াকড়িতে যে বাড়তি লাভ হইয়াছে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। লকডাউনের কঠোরতায় বিশ্বে সর্বাগ্রগণ্য হইলেও এশিয়ার আঞ্চলিক সুবিধাটুকু বাদ দিলে কোভিডে মৃত্যুর হারে ভারত কিন্তু অন্যদের তুলনায় মন্দই করিয়াছে। অতএব, এই দফায় ভাবিতে হইবে, কোন পথে হাঁটিলে অর্থব্যবস্থাকে বাঁচাইয়াও অতিমারির প্রকোপ ঠেকানো চলে। তাহার একটি পন্থা নিঃসন্দেহে যত দ্রুত সম্ভব মানুষের জন্য প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা। যত সংখ্যক মানুষের টিকাকরণ হইলে অতিমারির শৃঙ্খলটিকে ভাঙা সম্ভব হইবে, সেই সংখ্যায় দ্রুত পৌঁছাইবার রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্তটি পাকা করা প্রয়োজন। সংক্রমণের প্রাবল্যের নিরিখে অঞ্চল চিহ্নিত করিয়া স্থানীয় ভাবে লকডাউন করিবার পন্থাটিও ফের ব্যবহার করা চলে কি না, তাহাও ভাবিতে হইবে। এবং, সিদ্ধান্ত করিতে হইবে স্থানীয় প্রশাসনের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে। অর্থব্যবস্থার কোন সূত্র কোথায় বাঁধা, দূর হইতে তাহা বোঝা কঠিন। গত বারের ভুলের পুনরাবৃত্তি না করাই বাঞ্ছনীয়। এসব বিষয়ে সরকারি বিধি নিষেধের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতনতার পরিচয় দিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে মুক্তি মিলতে পারে।

মৃণাল সেনের ব্যবহৃত হরেক জিনিস শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্পণ

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের ব্যবহৃত নথি সহ সমস্ত কিছু শেষপর্যন্ত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিলেন ছেলে কুণাল সেন। ফেসবুকে খোলা চিঠিতে আবেগতাড়িত হয়ে পড়লেন মৃণাল পুত্র কুণাল সেন। কুণাল সেন লিখেছেন, পরিচালক মৃণাল সেনের ব্যবহৃত বিভিন্ন নথি, পান্ডুলিপি, চিঠি সহ বিভিন্ন কিছু সংরক্ষণের আগ্রহ প্রকাশ করেছিল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। মৃণাল সেনের ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি দীর্ঘদিনের জন্য সযত্নে রাখা থাকবে। একথা ভেবেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা প্রস্তাবে খুশিই হয়েছিলেন কুণাল সেন। সেই মতোই বহুমূল্যবান সেই জিনিসগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্থাগারে রাখার জন্য দিয়ে দিলেন তিনি। স্মৃতি হিসাবে কাছে রইল মাত্র তিনটি কার্ডবোর্ডের বাক্স। তবে বাবার জিনিসপত্র ছেলে কুণালের কাছে যে খুব বেশি ছিল, তেমনটাও নয়। মৃণাল পুত্র লিখেছেন, """হয় নস্টালজিয়ার প্রতি ওঁর গভীর অবিশ্বাসের কারণে, কিংবা অলসতার কারণে, তিনি কোনও নথিরই যত্ন নেননি। তিনি তাঁর জীবনকালে সমস্ত চিঠিপত্র, সমস্ত চিত্রনাট্য, সমস্ত পাণ্ডুলিপি ফেলে দিয়েছিলেন। সুতরাং অবশেষে যা আমি সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তা খুব সামান্য ছিল - আমাদের মধ্যে কিছু চিঠিপত্র, একগুচ্ছ ফটোগ্রাফ এবং তার কিছু পুরষ্কার।""" কুণাল সেনের কথায়, তাঁদেরও বয়স বাড়ছে, তাই এর কোনওটি ধরে তিনি রাখতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। আরও ১০০ বছর পর ওঁর (মৃণাল সেন) এবং ওঁর জীবনের প্রতি আর কেউ আগ্রহী হবেন কিনা, তা ছেলে কুণাল সেন নিশ্চত নন। তাই এই জিনিসগুলে পরবর্তীকালে যাতে খুঁজে পাওয়া যায়, তা নিশ্চত করতেই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আবেগতাড়িত কুণাল সেন লিখেছন, এখন থেকে ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁর বাবার যেসমস্ত জিনিস ছিল এখন সবই তা অন্য একটি সংস্থার হেফাজতে। কখনও যদি বাবার স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখার ইচ্ছা হয়, এখন থেকে ছেলে কুণাল সেনকেও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে তা চিঠিতে জানাতে হবে। তারপর সাদা গ্লাভস পরে সেগুলি তিনি ছুঁয়ে দেখার অনুমতি পাবেন।

চতুর্থ দফার ভোটের আগের নাকা চেকিং শহরজুড়ে

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.): সম্পন্ন হয়েছে তিন দফার ভোট। আগামীকাল শনিবার চতুর্থ দফার ভোট। ভোটের আগে আরো কড়া কলকাতা পুলিশ। ভোট আবহে শুক্রবার শহর জুড়ে নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের। লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জোর কদমে প্রস্তুতি বহুদিন ধরে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মাঝে তিন দফার ভোটগ্রহণপর্ব শেষ। আগামীকাল ৫ টি জেলার ৪৪ টি কেন্দ্র ভোট। তবে, ভোট আবহে সব রকম সচেতনতা নিয়ে চলছে কলকাতা পুলিশ। আর তাই শুক্রবার কলকাতা পুলিশের তরফে করা হচ্ছে নাকা চেকিং। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

অরণ্যদাহন

হিরন্ময় কার্লেকর

উত্তরাখণ্ডে জঙ্গল জ্বলছে। তরাই থেকে ভাবর (হিমালয়ের পাদদেশের নিম্ন পাহাড়ি এলাকা)। মধ্য হিমালয় এবং তারও উপরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে অগ্নিদেবের তাণ্ডব। গোটা রাজ্যে ধোঁয়ায় ঢাকা। তার মধ্যে চারটি জেলা---নৈনিতাল, আলমোড়া, তেহরি গাড়োয়াল আর পৌরি গাড়োয়ালে আগুনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। রবিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়াত জানান যে, এখানে ৪০টি জায়গায় আগুন জ্বলছে। আরও জানান যে, রাজ্যে সরকারের বনিবিভাগের ১২,০০০ কর্মী আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত। একই কাজের জন্য সরকার ১,৩০০টি অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এসব সত্ত্বেও বিশেষ কিছু না হওয়ায় রাজ্য সরকার কেন্দ্রে দ্বারস্থ হয়েছে হেলিকপ্টারের জন্য। দিল্লি দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার দু'টি হেলিকপ্টার—একটা কুমায়ুনে ও অন্যটা গাড়োয়ালের জন্য। প্রতিটিতে আছে ৫,০০০ লিটারের ট্যাঙ্ক। যেগুলো থেকে নিচে আগুনের উপর জল ঢেলে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। নৈনিতাল জেলার পাহাড়ি অঞ্চলের ধোঁয়ায়া ঢাকা আকাশপথে হেলিকপ্টারের আসা-যাওয়ার শব্দ লোকে শুনেছে। অবশ্য দেখতে পায়নি। ক্ষতি প্রচণ্ড হচ্ছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জঙ্গল শেষ হয়ে যাচ্ছে। বন্য -জন্তু-জানোয়ারদের আবাদি ধ্বংস হচ্ছে। জন্তু-জানোয়ার, পোকামাকড় মারা যাচ্ছে। তাছাড়া মাঠেরও প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। ঝরনার জল শুকিয়ে যাচ্ছে। এমন নয় যে, এই ধরনের দুর্যোগ অকল্পনীয় ছিল। জঙ্গলে আগুন প্রতি বছর লাগে। তবে এবারে এর পরিমাণ ও

ভয়াবহতা বেশি। তার কারণ আবহাওয়া পরিবর্তন। ফি বছর শীত ও বসন্তে উত্তরাখণ্ডে অল্পবিস্তর বৃষ্টি হয়। এ বছর প্রায় কিছুই হয়নি। ফলে শীতের স্তূপীকৃত ঝরাপাত শুকিয়ে প্রায় বারুদের মতো হয়ে গিয়েছে। একটাস্ফুলিঙ্গ পড়লেই হল। আর বাস্তবিকই সেটা হলে নেভানোর জন্য জল পাওয়া মুশকিল।

এসব কারণে প্রতি বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে আগুনের প্রাদুর্ভাব হয়। প্রশ্ন তাহলেসরকার প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেয়নি কেন? বলা হয়েছে , এ কাজ ব্যাহত হয়েছে 'কোভিড ১৯' অতিমারীর জন্য। এমনটা হয়েছে, এটা খানিকটা ঠিক। কিন্তু এটাও ঠিক যে, প্রথমে যথেষ্ট গাফিলতি হয়েছে। এর জন্য চাই একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টা। তার কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগুন আপনা-আপনি জ্বলে না। লোকে জ্বালায়। কেউ কেই ভাবে, শুকনো পাতা পুড়ে ছাই হলে সেই জায়গায় বাল গাস জন্মায়। আরও কিছু লোকে ভাবে যে, গাছ পুড়ে মারা গেলে সেগুলোকে কাটার অনুমতি পাওয়া যেতে পারে এবং কাঠ হিসাবে বিক্রি করা যেতে পারে। তাছাড়া, সংরক্ষিত জঙ্গল হলেও যদি দেখানো যায় যে, তার পুনরুজ্জীবনের কোনও সুযোগ নেই, তাহলে সেটাকে সংরক্ষণের আওতার বাইরে এনে বাণিজ্যিক কাজে লাগানো যেতে পারে।

অভিযোগ, বহু ক্ষেত্রে আগুন লাগানোয় সমাজবিরোধীদের সঙ্গে বনবিভাগও জড়িত। অভিযোগ প্রশাসনের অন্য অংশের লোকদের সঙ্গে দেওয়া-নেয়ার ব্যাপার থাকায় এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এটার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে একটা ব্যাপক তদন্ত করতে হবে। এর সঙ্গে জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে জঙ্গল পোড়ানোর ভয়ংকর পরিণামের ব্যাপারে। না করলে সম্মুখে সর্বনাশ।(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

করোনার করাল গ্রাসে চাষির করুণ দশা

দীপক সাহা

করোনা ত্রাসে বিশ্ব থরহরি কম্পমান। অদৃশ্য এই অশুভ শক্তির দৌরাত্ম্যে সমগ্র মানসবজাতি আজ ঘরবন্দি। এক ভয়াবহ অস্থিরতা গ্রাস করেছে বিশ্বের মানুষকে। বিশ্ব অর্থনীতি গভীর সঙ্কটে। ভয়ংকর অন্ধকারের মুখোমুখি মানসভ্যতা। এই মারণ ভাইরাসকে মোকাবিলা করা খুবই কঠিন। বিজ্ঞানীরা দিবারাত্রি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই ভাইরাসকে কীভাবে পর্যুদস্ত করা যায়। কিন্তু এখনও চিকিৎসাবিজ্ঞান আশার কোন আলো দেখাতে পারছে না। এ মুহূর্তে কার্যত চিকিৎসকরা একপ্রকার অসহায়। ফলে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যার গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। ইতিমধ্যেই প্রায় সাত লাখের উপর মানুষ আক্রান্ত ও চৌত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ ইহলোকে ত্যাগ করেছেন। ভারতের অবস্থাও সঙ্গীন। আমাদের রাজ্যেও করোনার মৃত্যুফাঁদে ২ জন মাত্রা গেছেন।

করোনার চোখরাঙানিতে দেশ জুড়ে লকডাউন বা তালাবন্দিদশায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে রুজিরোজগার ধাক্কা খাচ্ছে, বাদ পড়ছে না চাষ-আবাদও। করোনাতঙ্কে চাষিদের চরম দুরবস্থা। এমনিতেই বছরভর নানা প্রতিবন্ধকতার ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত থাকেন। চাষিরা। তার উপর করোনাতঙ্ক তাঁদের কাচে গোদের উপর বিষফোঁড়া। দেশের অন্নদাতারা উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আমাদের ডানহাত মুখে তোলার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু নিজেরাই অনেক সময় থাকেন অর্ধাহারে। কৃষিসহায়ক প্রকল্পগুলো জানা অজানা নানা কারণে পৌঁছায় না চাষির ঘরে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি সমবায়কেন্দ্রেগুলো থেকে চাষিরা উপযুক্ত কৃষিঋণ থেকে বেশিরভাগ সময় বঞ্চিত থাকেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ পান মুষ্টিমেয়ে কিছু চাষি। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা কিছু চাষি। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা বাধ্য হয়ে মহাজনের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার করতে বাধ্য হন। এখনও জমিদারি শোষণের ভিন্নরূপের কবলে চাষিরা চাষির দুঃখ, কষ্ট যন্ত্রণাক্লিষ্ট ঘাম ও কান্না চাষের মাটিতেই মিশে যায়। স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পরেও এটাই বাস্তব চিত্র। করোনার ভয়াল গ্রাসে এ মুহূর্তে আরও এক কঠিন অনিশ্চয়তার সামনে চাষিরা। একথা, ঠিক, সরকার অতি আবশ্যিক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পরিবহণের ক্ষেত্রে

বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। কিন্তু তবুও করোনাতঙ্কে পণ্যপরবিহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে পণ্য পরিবহণ দারুণভাবে বিঘ্নিত। ফলে কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত হচ্ছে না। ফলে চাষি এক প্রকার বাধ্য হচ্ছেন জলের দামে তাঁদের কষ্টার্জিত ফসল ও সজি, খেতেই এক প্রকার বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ গ্রামাঞ্চলে পাইকারি বাজার বন্ধ। ফুলচাষিরাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। উত্তরবঙ্গে চা বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে মরসুমি সব্জি ও ফসলের ক্ষেত্রে চাষি সেচ দিতে পারছেন না। যদিও পেট্রোল, ডিজেল পাম্প খোলা আছে কিন্তু বাজার বন্ধ থাকায় চাষি সার, কীটনাশক পাচ্ছেন না, সেচের পর জমির ফসলের খাদ্য তথা রাসায়নিক ও জৈব উভয় প্রকার সারের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। বাজারে হন্যে হয়ে খুঁজেও আশাহত হয়ে তাঁরা খালি হাতে বাড়ি ফিরছেন। অনেক সময় সার, কীটনাশক মিললেও দাম নাগালের বাইরে, আকাশ ছোঁয়া। এদিকে এখন পাট চাষের সময়। কিন্তু দোকানপাট বন্ধ থাকায় পাট বীজ অমিল। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অবস্থার সুযোগ নিয়ে কালোবাজারে চড়া দামে পাট বীজ বিক্রি করছেন। খবরে প্রকাশ, মজুত সার, কীটনাশক চাষিদের হাতে না পৌঁছনোয় তীব্র হয়েছে সঙ্কট। গোটা বছরে রাজ্যে সারের চাহিদা কমবেশি, লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ও খরিফ মরসুমের মূল চাষ ছাড়াও বছরের যাবতীয় আবাদের সারের চাহিদা থাকে। এই সময়ে বোরো ধানের পরিচর্যার পালা চলে।

চলতি লকডাউন পরিস্থিতিতে রেলের রেক থেকে মজুত সার বার করা যাচ্ছে না। উপযুক্ত পরিবহণের অভাবে। কোথাও কোথাও আবার সারের দোকান খোলা রাখার উপরেও স্থানীয় প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখছে। ফলে অনেক চাষিই সার কিনতে পারছেন না। এই অবস্থায় সারের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ষোলো আনা। পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে বোরো চাষের উপরে সার সমস্যার ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আসঙ্কা করছেন চাষিরা।

যাঁরা অতি ক্ষুদ্র চাষি ও এক্ষতমজুর দিন, আনে দিন খান, তাঁদের এখন চরম দুর্দিন। ঘরবন্দি থেকে অনিশ্চত জবীনকে আলিঙ্গন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ যাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ যাতে দেশের কোন প্রান্তে কেউ যেন অভুক্ত না থাকেন। সরকারি তরফে রেশন ব্যবস্থা জোরদারসহ আরও অনেক গরীববান্ধব সামাজিকও মানবিক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, কৃষি উৎপাদন যদি স্তব্ধ হয়ে যায় তাহলে চরম পরিণতি অপেক্ষা করে আছে দেশের মানুষের কাছে। আশার কথা, ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার চাষির হাতে যাতে সার, বীজ কীটনাশক পৌঁছে যায় সেদিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপ অবশ্যই ইতিবাচক। বাস্তবে এর প্রতিফলন কতটুকু হয় সেটাই দেখার।

পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় খড় বিচালি ইত্যাদি গোখাদ্যেও দেখা দিয়েছে আকাল। গবাগি পশুর খাদ্য যোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছেন গৃহস্থ। সংবাদে প্রকাশ, এদিকে মিষ্টির দোকান বন্ধ থাকার ফলে লিটার লিটার দুধ নষ্ট হচ্ছে। গোপালক ও দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা পড়েছেন চরম বিপদে। মাছের খাদ্যেও আকাল দেখা দিয়েছে। মৎসজীবীরা একজন এজন্য ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছেন।

করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু'র পরমার্শ মতো সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশে একুশ দিন লকডাউন ঘোষণা করেছে। দেশবাসী স্বেচ্ছায় ঘরবন্দি। সামনে অনেক বড় কঠিন লড়াই বাকি। আর লড়াইয়ের ময়দানে টিকে থাকতে হলে অদূর ভবিষ্যতে দেশে খাদ্যভাব রোধের জন্য সরকারকে যেকোনো মূল্যে চাষিকে আগে বাঁচাতে হবে। নচেৎ ভয়ংকর দিন অপেক্ষা করে আছে। চাষি যাতে মাঠে গিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ফসল ফলাতে পারেন, সেদিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে অতিসত্ত্বর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। কৃষিঋণ মুকুবসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে চাষিকে ক্ষেতমুখো করাই এখন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া আশু জরুরি। চাষি বাঁচলে দেশ বাঁচবে—এই মহামন্ত্রটি আমাদের সকলকে যেন স্পন্দিত করে। মানবসভ্যতার সুদুর্ঘ ইতিহাসে নানা উত্থানপতনে শেষ পর্যন্ত মানুষের কপালে বিজয়তিলক চিহ্নিত হয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিশ্চিত এবারেও মানুষের বিজয়পতাকা উড়বে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিপন্ন গঙ্গার ডলফিন

অনুভব বেরা

২০১০ তে গঙ্গার শুশুক তথা ডলফিন জাতীয় জলজ প্রাণীর মর্যাদা পেয়েছে। এই সম্মান প্রাপ্তির আগে ও পরবর্তী দশবছরে এদের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমের দ্বারা শোনা যাচ্ছে। এখনও কখনো কখনো ছোট ছোট খালে এরা চলে আসছে। কখনো বা দনীর চরে মরে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে বোঝা যায় বিপন্ন এই প্রাণীটির সংরক্ষণ নিয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিতে বিশেষ প্রকল্পের কথা বলছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বিপন্ন শুশুকদের হাল হয়তো ফিরতে পারে। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে গঙ্গার শুশুক ও তাদের বিপন্নতার হালহকিকত জানাই। পৃথিবীতে চার ধরনের মিষ্টি জলের 'সেটেশিয়ান' প্রজাতির দেখা যায়, তার মধ্যে অন্যতম হল গঙ্গার শুশুক। বাকি তিনটির একটি 'বোত' শুশুক থাকে আমাজনে। 'বুলীন' নামের শুশুক থাকে পাকিস্তানের সিন্ধুনদে। চিনের ইয়াঞ্জ নদীর 'বাইজি' শুশুক আজ আর দেখা যায় না বলে জানা গেছে। তারা অবলুপ্ত জানিয়েছেন পরিবেশ সংস্থা। এখন হাতে থাকা তিন ধরনের শুশুকের সংরক্ষণের কথা মাথায় রেখে আইসিইউএন বেশ কিছুদিন আগে এদের লাল তালিকায় রেখেছে। ভারতের বন্যপ্রাণ আইন ১৯৭২ অনুসারে এরা সিডিউল ১ (অনুসুচি ১) বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের শুরুত্বে সংরক্ষিত।

গঙ্গার শুশুক বা ডলফিন শুধু গঙ্গার নয়, ভারত নেপাল আর বাংলাদেশ ব্যাপি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র মেঘনা আর কর্ণফুলি নদীতে দেখতে পাওয়া যায়। চম্বল অববাহিকায় ও গাঙ্গেয় শুশুক নেলে। মোটামুটি ভাবে ভারতের উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এই ছয় রাজ্যে এদের দেখা যায়। গঙ্গার শুশুক মিষ্টি জলের অধিবাসী হলেও কখনো কখনো মোহনার কাছে চলে আসে। তবে সমুদ্রে এদের কখনো দেখা যায় না। কারণ যে জলের লবণতার মাত্রা দশ পিপিটি'র বেশি সেই জল এরা সহ্য করতে পারে না। গঙ্গার শুশুক একা থাকতে ভালোবাসে, তবে কখনো সখনো বাচ্চাদের সাথে করে ঘুরতে দেখা যায়। যে জায়গায় মাছের সংখ্যা বেশি খাবরের লোভে সেখানে ছুটে আসে। চোখ খুব ছোট, দেখতে পায় না বললেই চলে। শিকার ধরে বাদুড়ের মতো ইকোলোকেশন পদ্ধতিতে। এদের মাথায় উপর মেনল নামক একি বিশেষ অঙ্গ থাকে সেখান থেকে উচ্চ ফ্রীকোয়েন্সীর (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০০০০০ হাজার পর্যন্ত) শব্দ বের করতে পারে। সেই শব্দ তরঙ্গ যখন কোথাও ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে তখন মেলন অঙ্গ আর নীচের চোয়ল সেই প্রতিফলিত শ্বদ তরঙ্গ গ্রহণ করে অন্তঃকর্ণে পাঠিয়ে দেয়। অন্তঃকর্ণ এই তরঙ্গ মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে পাঠায়। মস্তিষ্কের এই অংশটি এতটাই উন্নত যে ইকোলোকেশন এর মাধ্যম শিকারের অবস্থান শুধু নয়, এদের আকার সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে পারে এবং সেই ধারণা থেকে দ্রুত শিকার ধরার কৌশল ঠিক করে। দশ বারো বছরের স্ত্রী শুশুক মানুষের মতো দশ মাস গর্ভ ধারণ করে একটি বাচ্চা জন্ম দেয়। জন্ম থেকে ২-৩ মাস পর্যন্ত বাচ্চা শুশুক তাদের মায়ের সাথেই থাকে ও দধ পান করে। ওই সময় ওদের দাঁত থাকে না। পরে দাঁত হলে শিকার ধরতে শেখে। সাধারণ ২৫-২৮ বছর পর্যন্ত বাঁচে গাঙ্গেয় শুশুক। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এদের আয়ু কমছে। শুধু আয়ু নয়, ভারতে গাঙ্গেয় শুশুকের সংখ্যাও কমছে দিন দিন। মধ্যপ্রদেশ সরকারের হিসেবে অনুসারে চম্বল নদীতে ১৯৮৫ দিকে প্রথম দেখা যায়া এই প্রাণীটি। তখন তাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১১০ এর মতো। এরপর ২০১৬ তে ৭৮,২০১৮ তে ৭৫,২০২০ তে কমে দাঁড়িয়েছে ৬৮ এর মতো। পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যাচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে কমছে শুশুকের সংখ্যা। অন্যত্র সংখ্যা কমার চিত্রটা একই রকম। এর কারণ কি? বিশেষজ্ঞরা বলছেন সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে গঙ্গার বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ তৈরি হয়েছে, যতবার বাঁধ গড়া হয়েছে ততবারই আমরা শুশুকের স্বাভাবিক বাস্থান ধ্বংস করে ফেলেছি। বাংলার চিত্রটা সেইরূপ। বাংলায় ১৯৭৫ সালে ফরাক্কা বাঁধ তৈরির পর থেকে এখানে শুশুকের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন জেগে ওঠে। অবশ্য শুধু বাঁধ দেয়ার জন্য, নয়, অন্যান্য বেশ কিছু কারণে ভাগীরথী-হুগলিতে শুশুকের সংখ্যা আশঙ্কাজনক ভাবে কমে এসেছে। ১৯৯৮ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের একদল গবেষক ফরাক্কা থেকে হাওড়া বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত (৩২৫ কিমি পথ) একটি সমীক্ষা চালান। তাদের মতে সেই সময় এই অঞ্চলে শুশুকের সংখ্যা ছিল ১৫০টির মতো। এরপর কেটে গেছে দু'দশক। ২০১৯ সাল নাগাদ পরিবেশপ্রেমী পার্থ প্রতিম কুণ্ডু ও সহযোগীরা ফরাক্কা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বহমান গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলিতে সমীক্ষা চালিয়ে গোটা পঞ্চাশ থেকে সত্তরটি মতো বাস বলে অনুমান করেন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব সংগঠনের আহত সদস্যদের দেখতে আইজিএম হাসাপাতলে যান। ছবি ঃ নিজস্ব

মমতার নিরাপত্তা আধিকারিককে সরিয়ে দিল কমিশন

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কমিশনের সংঘাত আরও এক ধাপ বাড়ল। রাজ্যে চতুর্থ দফার ভোটের কয়েক ঘন্টা আগে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অশোক চক্রবর্তীকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন।

রেলমন্ত্রী থাকার সময় থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন অশোকবাবু। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পরেও রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের (আরপিএফ) প্রাক্তন কমান্ড্যান্ট ও বিশ্বস্ত আধিকারিককে নিজের নিরাপত্তায় বহাল রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি থেকে রাজ্যে নিয়ে আসেন। এমনকী আরপিএফ থেকে অবসর নেওয়ার পরে অশোকবাবুকে এসপি পদমর্যাদা দিয়ে বিশেষ নিয়োগ করা হয়। মূলত মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার কাজ করতেন অশোকবাবু। মুখ্যমন্ত্রীর ২৪ ঘন্টার সঙ্গী ছিলেন। শুক্রবার রাতে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। কেন এসপি পদমর্যাদার অশোক চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে অবশ্য কোনও ব্যাখা দেয়নি নির্বাচন কমিশন।

গত ১০ মার্চ নন্দীগ্রামে জনসংযোগে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী 'আঘাত' পাওয়ার পরেই অবশ্য তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করার অজুহাতে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা অধিকর্তা বিবেক সহায়কে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। কয়েকদিন বাদে রাজ্যের নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রাক্তন ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থের ডানাও ছেঁটে দেওয়া হয়। তাঁকে পদ থেকে না হঠালেও ভোট পর্যন্ত 'নিস্ক্রিয়' করে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। আর এদিন অপসারিত হলেন মমতার নিরাপত্তা আধিকারিক অশোক চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, নন্দীগ্রাম কাণ্ডের জেরেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশ পাঠিয়েছিল, সেই নির্দেশ মোতাবেক অশোক চক্রবর্তীকে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা টিম থেকে অপসারিত করা হয়েছে।"

কালাইনের প্রাক্তন শিক্ষক বীরেন্দ্রচন্দ্র নাথ প্রয়াত, শোক এলাকায়

কালাইন (অসম), ৯ এপ্রিল (হি.স.) : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বীরেন্দ্রচন্দ্র নাথ। কালাইনের পার্শবর্তী ভৈরবপুর প্রথম খণ্ডের অলইছিরিপার গ্রামের বাসিন্দা তথা গুমড়া হায়দরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রচন্দ্র নাথ কিছুদিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ শুক্রবার মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী উপলক্ষ্যে গঙ্গা স্নান করতে বীরেন্দ্রচন্দ্র নাথ স্থানীয় কাখড়াখাল নদীর ঘাটে যান। স্নান শেষে হঠাৎ করে নলিনী নাথের বাড়ির পাশে আসার পর বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে কালাইন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে আজ ভোর সাড়ে ৫-টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি রেখে গেছেন তিন পুত্র, তিন পুত্রবধূ, এক কন্যা, জামাতা, নাতি নাতনি সহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন।

বীরেন্দ্রচন্দ্র নাথের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রয়াতকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতরা ছুটে যান তাঁর বাড়িতে। শুক্রবার দুপুরে শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী পারিবারিক সমাধিস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য প্রয়াত বীরেন্দ্রচন্দ্র নাথ গুমড়া হায়দরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নাথ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত থাকার পাশাপাশি এতদঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে সুপরিচিত সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন কাটিগড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তমকুমার নাথ, কালাইন সমবায় সমিতির চেয়ারপার্সন অসিতবরণ দে, কালাইন ব্লক মণ্ডল বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বিপ্লবকান্তি পাল, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্র বৈষ্ণব, ভৈরবপুর জিপি সভাপতি দীপন রায়, কালাইন জিপি সভাপতি মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী প্রমুখ।

যতক্ষণ সিআরপি বিজেপির হয়ে কাজ করবে, ততক্ষণ বলব : মন্তব্যে অনড় মমতা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : বাহিনী নিয়ে নিজের অবস্থান থেকে একবিন্দুও সরলেন না তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার জামালপুরের সভা থেকে ফের জওয়ানদের কটাক্ষ করলেন তিনি। বলেন, 'যতক্ষণ সিআরপি বিজেপির হয়ে কাজ করবে, ততক্ষণ বলব'। এই সঙ্গে নিশানা করলেন কমিশনকেও।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিআরপিএফ ঘেরাও' মন্তব্যের জল গড়িয়েছে অনেকদূর। ইতিমধ্যেই বাহিনী নিয়ে মন্তব্য 'দুর্ভাগ্যজনক' উল্লেখ করে মমতাকে দ্বিতীয় নোটিস পাঠিয়েছে কমিশন। দ্রুতই বক্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নমনীয় হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।

এদিনের সভা থেকে বিজেপির তরফে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হিংসা ছড়ানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মমতা। বলেন, "তোমরা যদি জেনেই থাকো জিতবে, তাহলে রোজ কেন তৃণমূল কর্মীদের মারধর করা হচ্ছে।" এরপরই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তিনি বলেন, "বিজেপি একটা ভোটও পাবে না। বিপুল ভোট পেয়ে ফের সরকার গড়বে তৃণমূল।"

শুক্রবার বর্ধমানের জামালপুরে সভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে বিজেপি, কমিশন ও সিআরপি-কে তুলোধোনা করেন তিনি। নিজের অবস্থানে অনড় থেকে বলেন, "সিআরপি-রা বিজেপির হয়ে কাজ করছে। ওরা যতক্ষণ এসব করবে ততক্ষণ আমি ওদের বিরুদ্ধে বলবোই। আমি সিআরপিএফদের সম্মান করি, কিন্তু যারা বিজেপির হয়ে কাজ করে, এর প্রতিবাদ করবই।"

এরপরই কমিশনকে তোপ দেগে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী অনেক কিছু বলেন। অমিত শাহ অনেক আপত্তিকর কথা বললেও নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ হয় না। কিন্তু মমতা কিছু বললেই বিধিভঙ্গ। আগেও অনেকবার শোকজ করা হয়েছে। লাভ নেই।" বিজেপি আপনাদের কে? কমিশনকে প্রশ্ন মমতার। তাঁর অভিযোগ, "তৃণমূলের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।"

রন্তিদেবের কনভয়ে হামলার দায়ে ধৃত দু''জন, অভিযুক্ত তৃণমূল

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রন্তিদেব সেনগুপ্তর গাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। রন্তিদেব কোনওক্রমে রক্ষা পান। এই ঘটনায় শুক্রবারও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। শনিবার এই কেন্দ্রে ভোট। রন্তিবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানান, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলা চালিয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোটপ্রচার সেরে রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ একটি কর্মিসভায় যাচ্ছিলাম। ফেরার পথে সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত চুনাভাটি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। সামনের একটি গাড়িতে দলের কিছু কর্মী ছিলেন। পিছনে গাড়ির সামনের আসনে চালকের পাশে আমি ছিলাম। গাড়ির পিছনের আসনে ছিলেন রক্ষী-সহ তিন জন।

বকুলতলা দিয়ে যাতায়তের সময় ক'দিন ধরেই তৃণমূলের কিছু ছেলে আমাকে লক্ষ্য করে অপ্রীতিকর মন্তব্য করছিল। কাল রাতে নাজিরগঞ্জ থেকে আন্দুল রোডে ওঠার কিছুটা আগে আচমকা চার অজ্ঞাতপরিচয় যুবক আমাদের গাড়ি আটকায়। সামনের গাড়িটি বেড়িয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই লোহার রড দিয়ে আমাদের গাড়ির উপর হামলা চালায়। এলাকায় অন্ধকার থাকায় এবং ওদের সকলের মুখ ঢাকা ছিল বলে হামলাকারীদের চিনতে পারিনি।" তাঁরা গাড়ি ভাঙচুর করতে থাকলে রক্ষী এবং টালক সঙ্গে সঙ্গে চেপে আমাকে নিচে বসিয়ে দেন। গাড়িচালক লক্ষ্মী গুপ্ত কোনওক্রমে নিকটবর্তী বি গার্ডেন থানায় গাড়ি নিয়ে যান। এই নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।'

ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাতেই হাওড়ার বি গার্ডেন থানা ঘেরা করে তার সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। অবরোধ চলে হাওড়া আন্দুল রোডেও। ওই রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বিজেপি-র কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা বাধে। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে হাওড়ার আন্দুল রোডে বি গার্ডেন থানার সামনে যানজট হয়। রন্তিদেব বলেন, "এলাকায় প্রচার করার সময় 'খেলা হবে' স্লোগান দিয়ে বার বার অশান্তি করার চেষ্টা করেছে তৃণমূল কর্মীরা। বৃহস্পতিবার রাতে কর্মিসভা থেকে ফেরার সময়ও 'খেলা হবে' স্লোগান দিতে দিতে আমাদের আক্রমণ করে দুষ্কৃতী।" হামলায় অল্পের জন্য তিনি এবং তাঁর গাড়ির চালক রক্ষা পেয়েছেন বলেও দাবি রন্তিদেবের। রাতেই বিষয়টি তিনি দলীয় নেতৃত্ব এবং কমিশনকে জানিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, "শুক্রবার সকালে থানা থেকে রন্তিবাবুর কুশল সংবাদ নিয়ে সব রকম নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' রন্তিবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, "অনুগামীদের সংযত থাকার আবেদন করেছি। সবাইকে দেখতে হবে সাধারণ মানুষের যাতে হেনস্থা না হতে হয়।'

বাংলাদেশে ১৪ এপ্রিল থেকে কঠোর লকডাউন, জরুরি সেবার প্রতিষ্ঠান ছাড়া সব বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৯।। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে এবার কঠোর লকডাউনে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে সাতদিনের জন্য এই লকডাউন দেয়া হবে। এ সময়ে জরুরি সেবা দেয়া প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা ছাড়া সরকারি-বেসরকারি সব অফিস বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকবে গণপরিবহন, শিল্পকারখানাও।

শুক্রবার (৯ এপ্রিল) দুপুরে বাংলাদেশের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গনমাধ্যমকে এ তথ্য জানান। আগামী রোববারের মধ্যে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হতে পারে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী।

এর আগে শুক্রবার সকালে সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'দেশে করোনা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার। কিন্তু এতেও জনগণের উদাসীনতা কমেনি। এ অবস্থায় জনস্বার্থে সরকার আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে এক সপ্তাহের জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের বিষয়ে সক্রিয় চিন্তা ভাবনা করছে।'

লকডাউন বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, 'করোনার উর্ধমুখী সংক্রমণ কমানোর জন্য গত ২৯ মার্চ ১৮ দফা নির্দেশনা দেয়া হয়। সেটির আলোকেই ৪ এপ্রিল আরেকটি প্রজ্ঞাপন আমরা দিয়েছি। যাতে মানুষ ঘরের বাইরে না আসে। তারা যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে, আরও কঠোর বিধিনিষেধ দেয়া হয়েছিল। সেই আলোকেই এখন পর্যন্ত চলছে।'

তিনি বলেন, 'জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও করোনার ঊর্ধমুখী সংক্রমণের কথা চিন্তা-ভাবনা করে গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে বলেছেন, আমরা মানুষের জীবন বাঁচাতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আগামী ১৪ তারিখ থেকে ৭ দিনের কঠোর লকডাউন দিতে যাচ্ছি আমরা।'

'জরুরি সেবা ছাড়া, সব ধরণের অফিস আদালত, গণপরিবহন, দোকানপাট, মার্কেট সব কিছুই বন্ধ থাকবে। সবকিছু কঠোর লকডাউনের আওতাধীন থাকবে। শিল্প-কারখানাগুলোও বন্ধ থাকবে। মানুষ যে যেখানে আছেন, সেখানেই থাকবেন। এটা কঠোর লকডাউন হবে' যোগ করেন প্রতিমন্ত্রী।

ফরহাদ হোসেন আরও বলেন, 'মানুষকে ঘরে থাকতে হবে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাইরে আসতে পারবে না, এটা এবার নিশ্চিত করা হবে। সবাইকে সংযত আচরণ করতে হবে। পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে হবে। সরকারের সিদ্ধান্ত সুবিবেচনার সঙ্গে নিতে হবে। আর একটি মানুষও যাতে সংক্রমিত না হন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে সবাইকে ঘরে থাকবে হবে।'

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'আগের সিদ্ধান্ত ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বহাল আছে। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত দোকানপাট খোলা রাখার বিষয়ে একটি নির্দেশনা আছে। নতুন সিদ্ধান্ত ১৪ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। সেক্ষেত্রে আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন দিয়ে দেব, সেখানে বিস্তারিত থাকবে। রোববারের মধ্যে প্রজ্ঞাপন হতে পারে।'

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকায় গত ৫ এপ্রিল ভোর ৬টা থেকে এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন বা কঠোর বিধি-নিষেধ জারি করে সরকার। এই বিধি-নিষেধের মেয়াদ শেষ হবে আগামী ১১ এপ্রিল রাত ১২টায়। বিধি-নিষেধের সময়ে অবশ্যই পালনীয় ১১টি নির্দেশনা দিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গত ৪ এপ্রিল প্রজ্ঞাপনি জারি করা হয়। তবে বিধি-নিষেধ শুরুর পর গণপরিবহন না পেয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েন কর্মস্থলমুখী যাত্রীরা। বিভিন্ন স্থানে তারা বিক্ষোভ করেন। একইসঙ্গে দোকান ও মার্কেট খুলে দেয়ার দাবিতেও আন্দোলনে নামেন মালিক-শ্রমিকরা।

দুর্ভোগের বিষয়টি বিবেচনা করে বুধবার (৭ এপ্রিল) নতুন সিদ্ধান্ত জানায় সরকার। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের সব সিটি করপোরেশন এলাকায় গণপরিবহন চলাচলের অনুমতি দেয় তারা। তবে শপিংমল ও দোকান খোলার দাবিতে ব্যবসায়ীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

শেষে শুক্রবার (৯ এপ্রিল) থেকে আগামী ১৩ এপ্রিল সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকানপাট ও শপিংমলও খোলা রাখা যাবে বলে বৃহস্পতিবার (৮ এপ্রিল) নির্দেশনা জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। নির্দেশনা অনুযায়ী আজ শপিংমল ও দোকানপাটও খোলা রয়েছে।

ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ এর নয়া কমিটি

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০৯।। বাংলাদেশে কর্মরত ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সংগঠন ইন্ডিয়ান মিডিয়া করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ (ইমক্যাব) এর ২০২১-২২ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার বাসুদেব ধর সভাপতি ও ভারতের আসাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগশঙ্খ / ইস্টার্ন ক্রনিকল এর মাছুম বিল্লাহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় ডিজিটাল প্লাটফর্মে ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহবায়ক ও সংগঠনের উপদেষ্টা হারুন হাবীব। নির্বাচিত অন্যরা হলেন, সহ-সভাপতি- লায়েকুজ্জামান (দৈনিক দিন দর্পণ, কলকাতা), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- মীর আফরোজ জামান (ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া-ইউএনআই), কোষাধ্যক্ষ- আমিনুল হক ভুইয়া (উত্তরবঙ্গ সংবাদ/সাময়িক প্রসঙ্গ), সাংগঠনিক সম্পাদক- আবু আলী (দৈনিক আমার অসম)। নির্বাহী সদস্যরা হলেন, কুদ্দুস আফ্রাদ (আনন্দবাজার পত্রিকা), দীপ আজাদ (টাইমস নাউ টিভি), রাজিব খান (জি আকাশ মিডিয়া) ও মনজুর আহমেদ অনিক (দৈনিক আজকের ফরিয়াদ, আগরতলা)। এছাড়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সবুজ (দৈনিক দেশের কথা) পদাধিকার বলে নির্বাহী কমিটির সদস্য থাকবেন। প্রসঙ্গত, ইমক্যাব নির্বাচনের (২০২১-২০২২) ভোট গ্রহণের নির্ধারিত তারিখ ছিল ৮ এপ্রিল। গত ০৩ এপ্রিল ছিল মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমা দেওয়ার সময়। গত ৫ এপ্রিল ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন। তবে সব পদেই একটি করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ায় সবাই বিনা প্রতিদ্বিদ্বতায় নির্বাচিত হন। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় সংগঠনের সভাপতি বাসুদেব ধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট উত্থাপণ করেন, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সবুজ। এছাড়া কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট উত্থাপন করেন, বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ মাছুম বিল্লাহ। আলোচনায় অংশ নেন উপদেষ্টা হারুন হাবীব, সাবেক সাধারণ সম্পাদক দীপ আজাদ, মীর আফরোজ জামান, আমিনুল হক ভুইয়া, আবু আলী, মনজুর আহমেদ অনিক, জাকির হোসেন প্রমুখ।

গৌহাটি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে পরীক্ষার্থিনী কোভিড পজিটিভ, আতঙ্কিত শিক্ষার্থী-অভিভাবককুল, অনলাইন পরীক্ষার দাবি

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : গৌহাটি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে জনৈক পরীক্ষার্থিনীর শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে। শারীরিক কিছু উপসর্গ দেখা দিলে গতকাল বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতালে ছাত্রীটি তাঁর সোয়াব টেস্ট করিয়েছিলেন। আজ শুক্রবার তাঁর কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে রিপোর্ট এসেছে। কোভিডে আক্রান্ত পরীক্ষার্থিনী প্রিয়া দে (২২)। প্রিয়া পাণ্ডু কলেজের অর্থনীতি বিভাগে স্নাতকোত্তর কোর্সের ছাত্রী।গুয়াহাটি মহানগরীর পাণ্ডু কলেজে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না থাকায় অধিকাংশ সময় স্নাতকোত্তর কোর্সের পরীক্ষা গৌহাটি ইউনিভার্সিটিতে আয়োজন করা হয়ে থাকে। গতকালও তিনি ইউনিভার্সিটিতে অন্যদের সঙ্গে বসে পরীক্ষা দিয়েছেন। এদিকে ছাত্রী প্রিয়া দে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় সমগ্র ইউনিভার্সিটি ও পাণ্ডু কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক তীব্রতর হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যে প্রিয়া বহুসংখ্যক সহপাঠীদের সংস্পর্শে মেলামেশা করেছেন। ইউনিভার্সিটি ও পাণ্ডু কলেজ চত্বর ভালোভাবে সেনিটাইজ করা হয়েছে। করোনা আক্রান্ত প্রিয়া বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। পরীক্ষা চলাকালে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় নিজের ঘরে হোম আইসোলেশনে অনলাইন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন প্রিয়া দে। অন্যথায় তাঁর এক বছর নষ্ট হওয়ার দুশ্চিন্তা তাড়া করছে তাঁকে। এদিকে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলেছে ছাত্র সংসদ। উল্লেখ্য, অসমে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। দেশব্যাপী কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে কয়েকটি রাজ্যে ফের লকডাউন ও নাইট কারফিউর মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর জনগণ। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (এনএইচএম) কর্তৃক জারিকৃত তথ্য অনুযায়ী, অসমে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট আক্রান্ত হয়েছেন ২৪৫ জন। রাজ্যে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। ইতিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭২ হয়েছে। তবে এই সময়কালে ৬৮ জন করোনা-আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়েহয়েছে ১,০২৩। এদিকে অতিমারি করোনা পজিটিভ নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের সবকয়টি কলেজ ও ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের পরীক্ষা অনলাইন প্রক্রিয়ায় পরিচালনা করার জন্য সর্বত্র জোরালো দাবি উঠছে।

তৃণমূল এখন পিসি-ভাইপোর প্রাইভেট কোম্পানি : কবীরশঙ্কর বসু

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, "কবীরশঙ্কর বসু একজন গুন্ডা। তিনি রাজ্যপালের ঘনিষ্ঠ।" আদতে ছবিটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। এবারের ভোটে উত্তম শিক্ষাগত মর্যাদার, ঝকঝকে, নবীন কিছু প্রার্থী করেছে বিজেপি। শ্রীরামপুরে বিজেপি প্রার্থী করেছে এরকমই একজন, কবীরশঙ্কর বসুকে। কল্যাণবাবু কোন প্রেক্ষিতে ওই অশালীন মন্তব্য করেছিলেন? গত ৭ ডিসেম্বর রাতে কবীরবাবু যখন শ্রীরামপুরের বল্লভপাড়ায় তাঁর বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন তখন তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করে স্থানীয় কিছু তৃণমূল কর্মী। রাতে ওই বাড়ির সামনে নিজেদের মধ্যে কোনও কিছু নিয়ে আলোচনা করছিলেন কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। তখনই তাঁদের সঙ্গে বচসা বাঁধে ওই বিজেপি নেতার। এরই মধ্যে তৃণমূলকর্মীরা তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করে। মুহূর্তে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। তৃণমূল কর্মীদের বাধা দিতে লাঠি চালায় কবীরশঙ্কর বসুর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ জওয়ানরা। ঘটনাস্থলে যান কল্যাণবাবু। সিআইএসএফ-এর লাঠি চালানোর প্রতিবাদে অবস্থানে বসেন তিনি। দাবি করেন, "কবীরশঙ্কর বসু একজন গুন্ডা। তিনি রাজ্যপালের ঘনিষ্ঠ। রাজ্যপাল তাঁকে গন্ডগোল করার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন।' নিঃসন্দেহে কল্যাণবাবু এই ভোটে আদাজল খেয়ে লেগেছেন কবীরবাবুকে হারাতে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন কবীরবাবু।

গুপ্তশত্রুও আছে দলে। দলের টিকিট না-পেয়ে ক্ষুব্ধ হন বিজেপির আর এক প্রাক্তন জেলা সভাপতি, শ্রীরামপুরের ভাস্কর ভট্টাচার্য। তিনি দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও কলকাতা উত্তর শহরতলির পর্যবেক্ষক। তিনি এ বার শ্রীরামপুর অথবা চাঁপদানিতে টিকিটের আশা করেছিলেন। দলের প্রার্থী-তালিকা ঘোষণার পর তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় দল ছাড়ার ইঙ্গিত দেন। এর আগে তিনি দু'বার দলের প্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু এ বার বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন কবীরশঙ্কর বসু। দিলীপ সিংহ। ভাস্করবাবুর বক্তব্য, "শ্রীরামপুর এবং চাঁপদানিতে দুই প্রার্থীই নবাগত। ২১ বছর দল করছি। দুঃসময়ে প্রার্থী হয়েছি। মার খেয়েছি। এখন দল ভুলে গেল?" বিজেপি নেতৃত্বের সহযোগিতায় পরিস্থিতি অনেকটাই সামলে নিয়েছেন কবীরবাবু। পরিচয়ের কথা জানাতে গিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "ছোটবেলায় পড়তাম পার্কসার্কাস ডন বস্কো স্কুলে। বাবা কর্মসূত্রে লন্ডনে থাকতেন। পঞ্চম শ্রেনীতে পড়াকালীন ওখানে চলে গেলাম। স্কুল-কলেজের পাঠ শেষে ওখান থেকেই 'বার অ্যাট ল', সুইৎজারল্যান্ড থেকে এমবিএ করি। ২০০৭-এ দেশে ফিরে এসে যোগ দিই আইনের পেশায়।'

বিজেপি-র সঙ্গে সংযোগ কীভাবে? প্রশ্নের জবাবে এই প্রতিবেদককে জানালেন, "বাবা ছিলেন স্বয়ংসেবক। তাই পরোক্ষে আমার মধ্যে সমাজ সচেতনতার একটা ফল্গুধারা ছেলেবেলা থেকেই বইছিল। মোদীজীকে দেখে বিজেপি-র প্রতি আমার শ্রদ্ধা-আকর্ষণ অনেক বেড়ে যায়।" আগে কখনও ভোটে লড়েছেন? জবাবে বলেন, "বিলেতে থাকাকালীন দু'বার ছাত্রভোটে প্রার্থী হয়েছিলাম। জেতা হয়নি।' এবার ভোটে এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ সুদীপ্ত রায়। যথেষ্ঠ ওজনদারও বটে। আপনি জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী? কবীরবাবু বলেন, "আমিই জিতব।" কেন? কবীরবাবুর জবাব, "তৃণমূল এখন পিসি-ভাইপোর প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। সুদীপ্তবাবু সম্মানীয় ব্যক্তি। কিন্তু উনি এখানে প্রার্থী হোন, এটা কল্যাণবাবু চাননি। তৃণমূল নেতৃত্ব কল্যাণবাবুর সুপারিশ মানেননি। ওদের অন্তর্কলহ আমাকে সাহায্য করবে। আর জোটপ্রার্থীর কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।'

গত লোকসভা নির্বাচনে শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি এগিয়ে ছিল হাজার তিন ভোটে। এ কথা জানিয়ে কবীরবাবু বলেন, "এই ব্যবধান অনেকটা বাড়বে। কারণ, এলাকার বহু মানুষ তৃণমূল এবং ওই দলের স্থানীয় সাংসদ কল্যাণবাবুর ওপর নানা কারণে ক্ষিপ্ত। উনি মানুষকে সম্মান দিতে জানেন না। দলীয় কর্মীদের সঙ্গেও কুকুর-বেড়ালের মত ব্যবহার করেন। এর একটা প্রভাব পড়বে না?' শ্রীরামপুরের ভোট চতুর্থ পর্যায়ে, ১০ এপ্রিল।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

প্রাতঃরাশে চাই ঝটপট পাউরুটি আজই ঘরে আনুন ব্রেড মেশিন

বদলেছে দুনিয়া। আর এই নগরায়ণের জেরে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে আমাদের লাইফ স্টাইল। ব্যস্ত কর্মজীবনে ৮টা ৫টা'র ডিউটি সামাল দিতে গিয়ে হেঁশেল ঠেলা এখন মাথায় উঠেছে। কাজের প্রয়োজনে প্রতিদিনই আমাদের ঘর থেকে বাইরে যেতে হয়। কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যস্ততা।

ব্যস্ততার কারণে ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোতে আমাদের রান্নার কাজ সারতে হিমশিম খেতে হয়। তাই অনেকে পুরো সপ্তাহের রান্না একবারে করে ফ্রিজে রাখেন। পরে তা গরম করে খেয়ে থাকেন। আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে এখন ইলেকট্রনিকস গ্যাজেট যেন বিলাসিতা। তবে এগুলি সময় বাঁচাতে যে নেহাত মন্দ নয় তা এক বাক্যে মানছেন সকলেই।

শুধু তাই নয়, যে কোনও ধরনের ইলেকট্রনিকস গ্যাজেট বিশেষ করে রান্নার সামগ্রী আজকের যুগে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে যেন ক্রমশ অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। তব সবকিছুরই সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। নয়তো হিতে বিপরীত হতে কতক্ষন?

যেহেতু যুগ বদলেছে সেহেতু আজকের দিনে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে ছুটে চলেছেন নারীরাও। তবে তাঁদের ঘরও সামলাতে হচ্ছে। মানুষ করতে হচ্ছে সন্তানকে। ম্যানেজ করতে হচ্ছে অফিসের বসকে। সময়ের মধ্যে রেডি করতে হচ্ছে কাজের প্রোজেক্ট। আর এতকিছু সামলে রান্না করা ভীষণ রকমের এক ঝক্কির কাজ। কিন্তু পেট তো আর সেসব কথা শুনবে না ফলে রান্না আপনাকে করতেই হবে।

তবে সময় বাঁচিয়ে ঝটপট রান্না করতে চাইলে আপনি চোখ বুজে ভরসা করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের মাল্টিপারপাস ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেটের উপর। এগুলি যেমন বাঁচাবে আপনার সময় তেমনই বাড়তি বাসন পত্রের ব্যবহার কমিয়ে রান্নাঘরকেও পরিস্কার রাখতে সাহায্য করবে।

শুধু তাই নয়, বাড়িতে হঠাৎ করে কেউ আসলে তাঁকে কিছু বানিয়ে খাওয়াতে চাইলে সময় বাঁচাতে আপনি ভরসা রাখতে পারেন ব্রেড মেশিনের উপর। বর্তমান বাজারে এই ইলেক্ট্রিক ব্রেড মেশিন গুলির জনপ্রিয়তা বেশ বাড়ছে।

সকালের প্রাতঃরাশে পাঁউরুটি রাখতে চাইলে কোনও রকম ঝামেলা ছাড়াই চটজলদি আপনার থালায় গরমাগরম খাবার হাজির করতে চাইলে বেছে নিতে পারেন বিভিন্ন ধরনর ব্রেড মেশিন গুলি। ফলে কর্মজীবি মানুষ হোক বা গৃহবধূ সময় বাঁচাতে এই ধরনের মেশিন গুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেটেই কিনে ফেলা যায় এই জিনিস গুলি। তবে আর দেরি কেন? আজই নিয়ে আসুন আপনার ঘরে ব্রেড মেশিন।

সুস্থ থাকতে সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে জল পান করুন

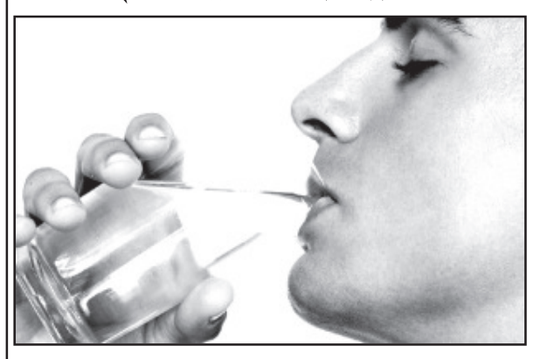

জলের অপর নাম জীবন। কারণ, আমাদের শরীরের ৭০ শতাংশই জল দিয়ে তৈরি। তাই শরীরে জলের স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সকলেই উঠেই আগে এক গ্লাস জল খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এর ফলে শরীরে আদৌ কোনও প্রভাব পড়ে কিনা? সেই বিষয়ে আপনার মনে সন্দেহ থাকতেই পারে। তাহলে জেনে নিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই জল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কেন।

এক ঃ জল বেশি করে খেলে ক্যালোরি ইনটেক কম হয়। কারণ শরীরে জলের ঘাটতি না থাকলে চট করে ক্ষিদে পায় না। তাই যারা ওজন ঝরানোর চেষ্টা করছেন, তাদের সকালে উঠেই জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দুইঃ সারা রাত ঘুমানোর কারণে সকালে আমাদের শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয় বলে অনেকেই মনে করেন। সেই কারণে, সকালের প্রথম ইউরিন গাঢ় রঙের হয়। তবে এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ইউরিনের রং সব সময় শরীরে জলের পরিমাণ বোঝায় না।

তিন ঃ আমাদের শরীরের দুটি কিডনির কাজ হল শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেওয়া। আর তার জন্য শরীরের যথেষ্ট জলের প্রয়োজন। তবে এর সঙ্গে সময়ের কোনও সম্পর্ক নেই। সকালে হোক বা পরে হোক জলের ঘাটতি যেন শরীরে না থাকে.

চার ঃ সকালে উঠেই যে জল খাওয়া খুব জরুরি, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সকালে উঠে জলপানের মধ্যেও কোনও খারাপ দিক নেই। তাই এই অভ্যাস আপনার থাকলে, আপনি নতা চালিয়ে যেতেই পারেন এমনটাই জানাচ্ছেন গবেষকরা।

ডিম পচা না ভালো, চিনতে সময় লাগবে ঠিক ২ মিনিট

ডিমে প্রচুর প্রোটিন থাকার কারণে একে 'প্রোটিনের রাজা' বলা হয়। ডিম আসলে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। শীতে এটি আমাদের শরীরকে উষ্ণ রাখার পাশাপাশি প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করে। তবে আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন ডিম খাওয়ার আগে কীভাবে পরীক্ষা করবেন? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, নিম্নমানের ডিম আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। আসলে বাইরে থেকে ভালো অবস্থা দেখে লোকেরা ডিম কিনে নেয়। কিন্তু যখন এটি রান্না করতে বা সেদ্ধ করতে যাওয়া হয়, তবে এর আসল গুণ সম্পর্কে জানা যায়। ডিমের গুণমান পরীক্ষা করতে অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও আপলোড করেছে। এটি দেখে মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে ডিমের গুণগান পরীক্ষা করা যেতে পারে। ভিডিও জানাচ্ছে, এক গ্লাসে জল নিন। মনে রাখতে হবে গ্লাসটির জল যেন অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা বেশি ভর্তি হয়। এর পরে একটি ডিম নিয়ে জলে রাখতে হবে। জলে ডুবিয়ে দেওয়ার পর ৩ টি অবস্থা দেখা যেতে পারে। প্রথমে ডিমটি যদি জলের একেবারে নীচে চলে যায় তবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে ডিমটি ভালো। তবে যদি তা না হয় তবে ডিম খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে ডিমটি যদি জলের নীচে গিয়ে উল্লম্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে এর অর্থ হ'ল ডিমটি অনেক পুরানো এবং এটি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। আর যদি দেখা যায় ডিম জলের ওপরে ভাসছে বা উপরে আসছে তবে ডিম পচা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পচা ডিম না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নিম্নমানের ডিম সালমোনেলা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সালমোনেলা এমন এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া যা খাদ্য বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। অন্যদিকে একটি সুস্থ ডিম প্রোটিন পরিপূর্ণ হয়। কাঁচা ডিম খেলে রক্তস্বল্পতার সমস্যা দূর হয় এবং এটি মস্তিষ্ককেও উদ্দীপিত করে। তাঈ ডিম খাওয়ার আগে তার গুণমান পরীক্ষা করা আবশ্যক।

কুমড়ো দিয়ে ডিমের ঝোল গরম পাতে থাকুক রাতে

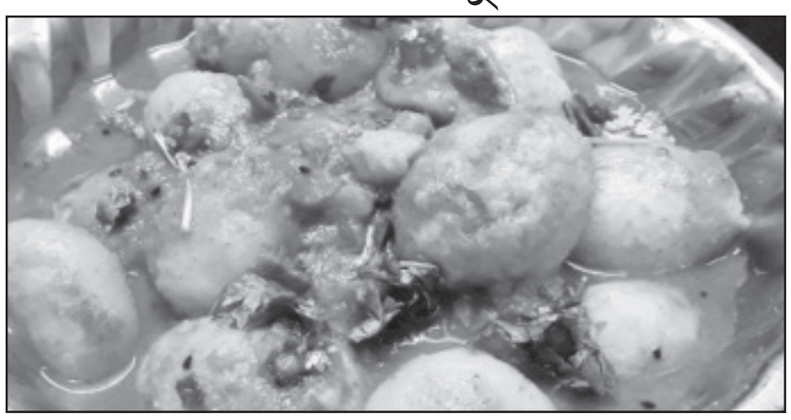

শুনেই নাক সিঁটকোলেন তো? কিন্তু আগে কি চেখে দেখেছেন কখনো? মিষ্টি কুমড়ো খেতে অনেকেই ভালোবাসেন। ছোট-বড় সবার পছন্দের তালিকায় থাকে সুস্বাদু এই সবজিটি। আবার ডিমও একটি সহজলভ্য পুষ্টিকর খাবার। গরম গরম মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে ডিম লুচি বা পরোটার সঙ্গে দুর্দান্ত লাগে খেতে। তাই এই উইকেন্ডেই এমন পদ বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিন পরিবারের চোখে।

উপকরণ: কুমড়ো ১৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি একটি, কাঁচা লঙ্কা কুচি দুইটি, টমেটো কুচি একটি, লবণ স্বাদ মতো, হলুদ এক চামচ, চিনি স্বাদ মতো, ডিম পাঁচটি, সর্ষের তেল দুই চামচ।

আরো পোস্ট- ফোন নয়, রাতে পাশে থাকুক এক টুকরো লেবু

প্রণালী: প্রথমে কুমড়োটিকে কেটে সিদ্ধ করে নিন। ঠাণ্ডা হলে ভালো করে চটকে মিশিয়ে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি ভেজে বাকি সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে এলে কুমড়ো সিদ্ধ দিয়ে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে রাখুন। এবার ডিম সিদ্ধ করে ফ্রাই প্যানে লাল করে ভেজে নিন। ভাজা ডিমের উপর মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। সেটি ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে গরম অবস্থায় পরিবেশন করুন ভাত বা রুটির সঙ্গে। দুপুরের খাবারে বা রাতের ডিনারে বেশ জমবে এই পদটি। এবার আসা যাক কুমড়োর পুষ্টিগুণে। মিষ্টি কুমড়োয় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ যা আমাদের চোখের কর্নিয়াকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে। শীতকালে সর্দি-কাশি, ঠাণ্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এতে থাকা ভিটামিন সি। পুষ্টি ও ফাইবারে ভরপুর কুমড়ো খেলে দেহের হজম শক্তি বেড়ে যায়। কিউকুরবিটিন নামক এমন এক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এছাড়া ভিটামিন সি পাওয়া যায় কুমড়োর বীজে, যা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক। এতে ক্যালোরির পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু এতে প্রচুর পরিমানে ফাইবার ও পটাশিয়াম আছে। এই ফাইবার আমাদের দেহের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে আবার কুমড়ো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ মিষ্টি কুমড়ো খাওয়া উচিত ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্যে। এছাড়া এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোলেস্টেরল কম রাখতে সাহায্য করে।

বাসি রুটি ফেলবেন না, বানান রুটির পায়েস থেকে রোটি চটপটা

আগের দিনের বেঁচে যাওয়া রুটি খেতে চান না অনেকেই। হয় কুকুর বা পাখিকে দিয়ে দেন, নয়তো ফেলে দেন। কিন্তু জানেন কি এই বাসি রুটি দিয়ে দারুণ সুস্বাদু কিছু রেসিপি তৈরি করা যায়, তাও খুব সহজে। এরকমই তিনটি রেসিপি রইল এই প্রতিবেদনে।

রুটির পায়েস- চালের পায়েস বা সিমুইয়ের পায়েস এখন পুরোনো।। বাসি রুটি দিয়ে খুব সুন্দর পায়েস বানানো যায়, জানেন কি? বাড়িতে বাসি রুটি আর দুধ থাকলেই নিমেষে বানিয়ে ফেলা যায় এই রুটির পায়েস। বানানোর প্রক্রিয়াটি হল প্রথমে একটা পাত্রে রুটিটা ছোট ছোট টুকরো করে ছিঁড়ে, ফ্রাই প্যানে ঘি গরম করে তার মধ্যে রুটির টুকরো গুলো মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে।

অন্য একটা পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিতে হবে। ঐ দুধের মধ্যে তেজ পাতা ও এলাচ দিয়ে দিতে হবে। দুধটা বেশ ঘন হয়ে গেলে তার মধ্যে চিনি মিশিয়ে দিতে হবে। কিছু পরে আগে থেকে ভেজে রাখা রুটির টুকরো দিয়ে ভাল করে নেড়ে দিতে হবে যাতে তলায় লেগে না যায়। রুটি গুলো ভিজে রাবরির মতো হলে এবং দুধটা ক্ষীরের মতো হলে নামিয়ে নিতে হবে আঁচ থেকে। উপরে শুকনো নানারকম বাদামকুচি দিয়ে গরম বা ঠান্ডা পরিবেশন করতে হবে। এভাবে তৈরী হয়ে গেল বাসি রুটির পায়েস।

রোটি চটপটা- ছোট ছোট চৌকো করে রুটিগুলিকে ছিঁড়ে নিতে হবে। একটা ফ্রাই প্যানে মাখন গরম করে ভেজে নিন ওই টুকরো গুলো। যেন বেশ মুচমুচে হয়। আরেকটা সসপ্যানে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুঁচি ভাল করে ভাজতে হবে। এর মধ্যে আদা রসুন বাটা, টমেটো কুচি, একটু অন্য সবজি যেমন গাজর, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম কুচি করে দিয়ে দিতে হবে। ভাজতে হতে ভালো করে। ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে ওই চৌকো করে ভাজা রুটির টুকরো গুলো এর মধ্যে দিয়ে নেড়ে নিন। ভালো করে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। গ্যাস অফ করে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ক্রিসপি রুটি কাটলেট- রুটি গুড়ো গুড়ো করে নিতে হবে। এরপর সেদ্ধ আলু মেখে নিন ভালো করে। একটা বাটিতে রুটির গুড়ো, সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, ময়দা, কনফ্লেক্স, নুন, জিরেগুঁড়ো, লেবুর রস, পনির দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে। মিশ্রন থেকে কিছুটা করে নিয়ে কাটলেট এর মতন গড়ে নিতে হবে। ময়দা জল ও নুন দিয়ে গুলে নিতে হবে। কাটলেটগুলি ময়দার ব্যাটারে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ছাঁকা তেলে কম আঁচে দুই পিঠ ভেজে নিতে হবে।

মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাওয়া রান্না কি স্বাস্থ্যকর ? চাঞ্চল্যকর তথ্য গবেষকদের

বদলেছে দুনিয়া। আর এই নগরায়ণের জেরে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে আমাদের লাইফ স্টাইল। ব্যস্ত কর্মজীবনে ৮টা ৫টা'র ডিউটি সামাল দিতে গিয়ে হেঁশেল ঠেলা এখন মাথায় উঠেছে। কাজের প্রয়োজনে প্রতিদিনই আমাদের ঘর থেকে বাইরে যেতে হয়। কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যস্ততা।

ব্যস্ততার কারণে ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোতে আমাদের রান্নার কাজ সারতে হিমশিম খেতে হয়। তাই অনেকে পুরো সপ্তাহের রান্না একবারে করে ফ্রিজে রাখেন। পরে তা ওভেন দিয়ে গরম করে খেয়ে থাকেন। আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে এখন ইলেকট্রনিকস গ্যাজেট যেন বিলাসিতা।

আর এই বিলাসিতা দেখাতে গিয়ে আপনি নিজের বিপদ ডেকে আনছেন না তো? আপনি হয়তো ব্যস্ততা কারণে এমনটি করছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ, পরিবারের সবাই খাচ্ছেন মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করা খাবার। কিন্তু এই অভ্যাস ক্যানসার ডেকে আনতে পারে এমনটাই দাবি করছেন চিকিৎসকরা। সাধারণ শাকসবজি, ফলমূল কাটার পর এমনিতেই অনেকটা ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও সবজি জল দিয়ে ভালোকরে ধুয়ে ফুটিয়ে রান্ন করে খেলে তারমধ্যে আর কোনও পুষ্টিগুনই অবশিষ্ট থাকে না। তার উপর আপনি যদি একদিন রান্না করে খাবার ফ্রিজে রেখে ঘনঘন মাইক্রোওভেনে গরম করে খান তাহলে আপনার এই অভ্যাস অজান্তেই অনেক বিপদ ডেকে আনবে আপনার শরীরে।

সম্প্রতি একটি গবেষণায় বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে, মাইক্রোওয়েভে গরম করা খাবারে ভিটামিন বি১২ ক্রমে অকার্যকর হয়ে পড়ে। খাবার গরমের সময় এটি ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ভিটামিন বি১২ নষ্ট করে দেয়। এছাড়া দুধ ও মাংসজাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি১২ থাকে। তাই এসব খাবার যদি মাইক্রোওয়েভে গরম করা হয় তবে তার খাদ্যগুণ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করার পর কিছু বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরি হয়। যেমন বেঞ্জিন, জাইলিন। এগুলি খাবারের সঙ্গে মিশে গেলে শরীরে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়াও প্লাস্টিকের বাক্সে খাবার গরম করে খেলে তা থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক নির্গত হয়।এর ফলে হতে পারে ক্যানসার। তাই মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম না করাই ভালো। শুধু তাই নয়, হৃদস্পন্দনের গতিরও তারতম্য ঘটে মাইক্রোওয়েভ থেকে নির্গত রেডিয়েশনের কারণে। যারফলে মাইক্রোওয়েভে ডিম, দুধ, মাংস , মাশরুমজাতীয় খাবার গরম করে খাওয়া সবচেয়ে ক্ষতিকর বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে এতকিছুর পরেও মাইক্রোওয়েভে রান্নার বিষয়ে একেবারে নিষেধাজ্ঞা করছেন না বিশেষজ্ঞরা।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ কয়েকটি কারণসমূহ

সারাদেশে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে নানা প্রতিবন্ধকতাসত্ত্বেবিশেষ কিছু কারণে দেশে মাণরঘাতী এ ভাইরাসের সংক্রমণ গত দুই সপ্তাহ ধরে উচ্চহারে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আশঙ্কা, এসব সংকট দ্রুত কাটিয়ে উঠতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ইতালি ও যুক্তরাজ্যের মতো বাংলাদেশেশও করোনার প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নেবে। যা দেশের নাজুক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সামাল দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাই এ পরিস্থিতি সৃষ্টির আগেই যে কোনোভাবে এর লাগাম টেনে ধরা জরুরি বলে সতর্ক করেন বিশেষজ্ঞরা। স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা জানান, লকডাউন ও ক্লাস্টার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা এবং টেস্টের পরিধি বাড়াতে না পারার বাইরে আরও ৫টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে সেগুলি হচ্ছে চিকিৎসক, নার্সসহ স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের পার্সোনা প্রটেকশন ইকুয়িপমেন্ট সংকট এবং এর মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকা, রোগীর তথ্য গোপনের প্রবণতা, করোনার ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর এ সংশ্লিষ্ট সতর্কতা মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা, করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা নিয়ে ভোগান্তি এবং সর্বোপরি জীবন ধারনের জন্য ন্যূনতম খাদ্য যোগানের অনিশ্চয়তা। গুরুত্বপূর্ণ এ ৮টি সংকটের সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান ছাড়া করোনার সংক্রমণের লাফিয়ে বাড়া ঠেকানো দুষ্কর হবে বলে মন্তব্য করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। দেশের করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানানি, করোনা হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ দেশের অন্তত চারটি ক্লাস্টার এলাকা নিয়ন্ত্রণে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সামান্য অংশও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ক্লাস্টার এলাকা থেকে যাতে কেউ পালিয়ে ভিন্ন এলাকায় যেতে না পারে এর জন্য পুলিশের অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন, প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে মাঠে নামানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও এসব পরিকল্পনার ছক নথিতেই গন্ডিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ ক্লাস্টার এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস আকারে ছড়িয়ে পড়বে বলে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা সরকারকে বারবার সতর্ক করেছে। দ্রুত এ উদ্যোগ না নেওয়া হলে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি করা হয়েছে। আই ই ডি সি আরের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ক্লাস্টার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণেই মূলত গত কয়েরদিনে করোনা সংক্রমণ উচ্চহারে বাড়ছে। এদিকে করোনা ভাইরাসে মহামারি প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সন্দেহভাজন রোগীদের পরীক্ষা বাড়ানোার ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিলেও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সরঞ্জাম ও দক্ষ জনবল সংকটের কারণে বাংলাদেশে তা সম্ভব হয়নি। ফলে করোনায় আক্রান্ত অনেকে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেরিয়ে একাদিক সুস্থ মানুষের মাঝে এ ভাইরাস ছড়িয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলার সবচেয়ে বেশি কার্যকর কৌশল হতে পারে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত করে দ্রুত তাদের আইসোলেট করা।

মদ্যপান বাড়াতে পারে সংক্রমণের ঝুঁকি

করোনা আতঙ্কের আবহে একাদিক ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেমন, মাঝে শোনা গিয়েছিল মদ খেলে বা গায়ে ভাল করে মদ ছিটিয়ে নিয়ে করোনা সংক্রমণের ভয় আর থাকে না। ব্যস, মদ কেনার হিড়িক লেগে গেলে চতুর্দিকে। কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট জানিয়ে জানিয়ে দেয়, অ্যালকোহল সেবনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই ভাইরাস একবার শরীরে প্রবেশস করার পর মদ্যপান করে বা গায়ে মদ ছিটিয়ে কোনও ফল হবে না। শুধু তাই নয়, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মদ্যপান কোনওভাবেই সহায়ক নয়। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সসংস্থা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, লকডাউনে মদ্যপানে লাগাম টানা উচিত সমস্ত প্রশাসনেরই। প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ নিক সব দেশের প্রশাসন। লকডাউনের সময় মদ্যপানের ফলে কমতে পারে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বিঘ্নিত হতে পারে মানসিক স্বাস্থ্যও। তাই এই সময় মদ্যপান থেকে বিরত থাকাই উচিত বলে জানিয়েছে বিশিষ্ট টেস্ট স্পেশালিস্ট ড. অনির্বাণ সরকার জানান, মদ্যপানের ফরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমার পাশাপাশি ফুসফুসের পেশির ক্রিয়া স্লথ হয়ে যায়। ফলে শরীর তার পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না। যাদের শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির সমস্যা রয়েছে, মদ্যপানের ফল তাঁদের ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ড. অরিন্দম বিশ্বাস জানান, লকডাউনে চাপ কমাতে গিয়ে মদ্যপান করলে শরীর ও মনে সাময়িক ভাললাগা, ঝড়ঝড়ে ভাব বোধ করলেও এর ফলে শরীর ভিতর থেকে শুকিয়ে যায় বা শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হয়। এর পাশাপাশি কিডনি বা লিভারে র সমস্যা দেখা দিতে পারে। সুগার বা কোলেস্টরলের মাত্রাতেও অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসতে পারে, যা হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে অ্যালকোহল রিসার্চ জানান, এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, অতিরিক্ত মদ্যপানে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফুসফুস সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

সত্য, অর্থবহ ও ইতিবাচক সংবাদ দেওয়া একমাত্র আসল সাংবাদিকতা : রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : সাংবাদিকতার অভিমুখ নেতিবাচক খবরের পরিবর্তে সত্য, অর্থবহ এবং ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশনে হওয়া উচিত। এমনটাই মনে করেন হিন্দুস্থান সমাচার নিউজ এজেন্সির চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।

শুক্রবার বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, সাংবাদিকতা ব্যবসা নয়, তবে একে টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই ব্যবসায়ীক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থবহ খবরের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

দেশের প্রতিটি কোণ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রেখেছেন এমন মহান পুরুষদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করে সিনহা বলেন, সাংবাদিকদেরও এই দিকটিতে ভূমিকা রাখতে হবে। এই জাতীয় মহাপুরুষদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে সামনে নিয়ে আসা উচিত। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু মানুষের অবদান সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বান জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে।

বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহা সংস্থার প্রচেষ্টা ও সাংবাদিকতায় ভূমিকা বিবেচনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুস্থান সমাচার জাতীয় পর্যায়ে তার ভূমিকা নিতে চায়। সরকারের পক্ষ থেকে যে প্রচেষ্টা চলছে তার মাধ্যম একে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। আর কে সিনহা সমাচারের ভূমিকা আরও প্রসারিত করার বার্তা দিয়ে বলেন যে, এজেন্সির এখন বিশেষ সংবাদে মনোনিবেশ করা উচিত। এছাড়া সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভাষায় ধীরে ধীরে সংবাদ দেওয়া উচিত। তিনি এ জন্য আঞ্চলিক ভাষা ডেস্ককে শক্তিশালী করার উপর জোর দিয়ে বলেন যে, এটি কেবলমাত্র অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সেই ভাষা অনুসারে একে পরিবর্তন করাও প্রয়োজন আছে।

প্রিয়রঞ্জনের নামেই কালিয়াগঞ্জবাসীর কাছে ভোট চাইলেন অধীর চৌধুরী

কালিয়াগঞ্জ, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : কার্যত প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর নামেই কালিয়াগঞ্জবাসীর কাছে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীর সমর্থনে ভোট চাইলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। শুক্রবার প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির জেলা উত্তর দিনাজপুরে ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। পা রেখেছিলেন প্রিয়বাবুর নিজের শহর কালিয়াগঞ্জে। সেখানে দাঁড়িয়েই একদিকে যেমন মমতা আর বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ শানিয়েছেন তেমনি ডুব দিয়েছেন প্রিয়বাবুর স্মৃতিমেদুরতার সরণীতে।

৯ বছর কোমায় থাকায় পর ২০১৭-র ২৩ সেপ্টেম্বর প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ২০০৮ সালে স্ট্রোকে আক্রান্ত হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী। তারপর এমস থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালে। কোমাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ। যুগ যুগ ধয়ে কালিয়াগঞ্জে তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। শুক্রবার কালিয়াগঞ্জে সংযুক্ত মোর্চার কংগ্রেস প্রার্থী প্রভাস সরকারের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করতে যান অধীরবাবু। মহেন্দ্রগঞ্জ নাটমন্দির ময়দানে দুপুর দেড়টায় শুরু হয় এই জনসভা। সেখানে কালিয়াগঞ্জের ভূমিপুত্র প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর প্রসঙ্গে আবেগপ্রবণ হয়ে অধীরবাবু বলেন, "আমি কালিয়াগঞ্জে, অথচ প্রিয়দা নেই, এটা ভাবতেই পারি না। বিগতদিনে যে ভাবে এই কালিয়াগঞ্জের মানুষ ভোট দিয়েছেন প্রিয়দার জন্য, এবারে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীর জন্য সে ভাবেই ভোট দেবেন এই আবেদন করছি।" এরপরেই ওই জনসভা থেকে বিজেপি ও তৃণমূলের সমালোচনায় সোচ্চার হন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

লক্ষ্যণীয় ভাবে এই জেলায় প্রচারের মাঠে কংগ্রেসের তরফে পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যাকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। লকডাউনের প্রসঙ্গ টেনে অধীরবাবু এদিন মোদী সরকারকে বিঁধে বলেন, 'করোনা মোকাবিলায় নরেন্দ্র মোদীর সরকার চূড়ান্ত ভাবে ব্যার্থ। কেন্দ্রের ভুল লকডাউনের জন্যই দেশের কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে বসে রয়েছেন। লকডাউনে কাজ হারানো পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কংগ্রেস এনেছে ন্যায় প্রকল্প। এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় সংযুক্ত মোর্চার সরকার ক্ষমতায় এলে লকডাউনে কাজ হারানো পরিবারের জন্য চালু করা হবে নুন্যতম আয় প্রকল্প তথা ন্যায় প্রকল্প।'

"কেউ ফোন করলে 'হ্যালো' নয়, বলবেন 'জয় বাংলা"', জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : 'কেউ ফোন করলে এখন 'হ্যালো' বলবেন না। বলবেন 'জয় বাংলা'। পরে না হয় 'হাই-হ্যালো' বলবেন। এখন বলবেন, "জয় বাংলা, কেমন আছ'?"

শুক্রবার এভাবেই বাংলার ভাবাবেগের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন বর্ধমানের জোতরামের সভায়। জনতার উদ্দেশ্যে তৃণমূলনেত্রী এরকম পরামর্শ দিলেন। এই সঙ্গে অমিত শাহকে 'নিয়ন্ত্রণের' জন্য শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও বার্তা দেন মমতা। মেমারিতে বলেন, "মোদীকে বলব, আপনার গৃহমন্ত্রীকে (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) নিয়ন্ত্রণ করুন। দাঙ্গা লাগাচ্ছে, সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে।" যদিও সেই সঙ্গেই তাঁর 'সতর্কবাণী', "দু'টো গুজরাতি মিলে দখল করে নিলে বাংলার সম্মান বাঁচবে না।"

শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানে এসেছিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। ফলে মমতা কী বলেন, তা নিয়ে আগ্রহ ছিল রাজনৈতিক মহলে। শুক্রবার মমতা ৩টি সভা করেন পূর্ব বর্ধমানে। প্রথম সভাটি ছিল জামালপুরে। সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী অলক মাঝি এবং রায়নার প্রার্থী শম্পা ধাড়ার সমর্থনে। দ্বিতীয় সভাটি মেমারির গন্তারে। মেমারি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী মধুসূদন ভট্টাচার্য এবং মন্তেশ্বরের প্রার্থী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর জন্য প্রচারের উদ্দেশ্যে। তৃতীয় তথা শেষ সভাটি বর্ধমান শহর লাগোয়া জোতরামে। বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নিশীথ মালিক এবং বর্ধমান দক্ষিণের খোকন দাসের সমর্থনে।

সাঁইবাড়ি গণহত্যার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপি-কে নিশানা করেন মমতা। বলেন, "ওদের সন্ত্রাস দেখলে আমার সাঁইবাড়ি সন্ত্রাসের কথা মনে পড়ে।" বিজেপি-কে ঠেকানোর জন্য মহিলাদের অভিনব পরামর্শও দিয়েছেন মমতা "হাতপাখা নিয়ে তাড়া করবেন। হাতপাখার পিছনটা বড্ড লাগে।" সেই সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "কেউ প্রতিবাদ না করলে আমি করবই। লড়াই হবেই। মা-বোনেরা ভয় পাবেন না। লড়াই করবেন। হারবেন না।" তাঁর "খেলা হবে" স্লোগান ঘিরে বিতর্ক প্রসঙ্গে মমতার ব্যাখ্যা, "বিজেপি-র মতো ছদ্মবেশী সাধু নই। তাই হাতা-খুন্তির খেলা হবে। এটা মনে রাখবেন।"

বিজেপি-র সমালোচনার পাশাপাশি একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতিও শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। জানিয়েছেন, ফের তৃণমূল ক্ষমতায় এলে ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ টাকার ক্রেডিট কার্ড করে ঋণের বন্দোবস্ত করে দেবে রাজ্য সরকার। দুয়ারে রেশন পৌঁছে যাবে। স্বাস্থ্যসাথী যাঁরা করাননি তাঁদের জন্য অগস্টে আবার 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প হবে। এই প্রকল্পে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসার সুযোগ আছে। তিনি বলেন, "কৃষকবন্ধু প্রকল্পে এ বারে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।" রাজ্যে শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতায় এলে ৭৫ হাজার কোটি টাকার শিল্প হবে সিঙ্গুর, পালসিট, বুদবুদ, বাঁকুড়ায়। পাঁচামিতে হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম কোলিয়ারি। লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ পাবেন।"

প্রয়াত হলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী প্রিন্স ফিলিপ

বাকিংহাম, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : প্রয়াত হলেন প্রিন্স ফিলিপ। ইংল্যান্ডের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী প্রিন্স ফিলিপ (ডিউক অব এডিনবার্গ) ৯৯ বছর বয়সে মারা গেলেন। শুক্রবার সকালে উইন্ডসর প্রাসাদেই মৃত্যু হয় তাঁর। বাকিংহাম প্যালেস এখবর ঘোষণা করেছে।

প্রায় এক মাস হাসপাতালে কাটিয়ে সবে বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। বাকিংহাম প্যালেসের তরফে দুপুরে প্রিন্স ফিলিপের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করা হয়। একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলা হয়, 'অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রানি তাঁর প্রিয়তম স্বামী, প্রিন্স ফিলিপ, ডিউক অব এডিনবরার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করছেন। আজ সকালে উইন্ডসর প্রাসাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি'। রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও প্রিন্স ফিলিপের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। ডিউক অব এডিনবরার প্রতি শ্রদ্ধায় দেশের সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে দেশের সরকার। তাঁর শেষকৃত্য নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু ঘোষণা হয়নি। সময় মতো সব কিছু প্রকাশ্যে আনা হবে। তবে জীবিত কালেই প্রিন্স ফিলিপ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, সাড়ম্বরপূর্ণ শেষকৃত্য চান না তিনি। ওয়েস্ট মিনিস্টার হলেও সমাধিস্থ হতে চান না বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেই মতো ফ্রগমোর কটেজের বাগানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হতে পারে বলে রাজ পরিবারসূত্রে খবর।

ওমর আবদুল্লাও করোনা-সংক্রমিত বাড়িতেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে

শ্রীনগর, ৯ এপ্রিল (হি.স.): গত ৩০ মার্চ কোভিডে সংক্রমিত হয়েছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রেসিডেন্ট ফারুক আবদুল্লা। ফারুকের পর এবার তাঁর ছেলে এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সহ-সভাপতি ওমর আবদুল্লাও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। শুক্রবার ওমর আবদুল্লা নিজেই টুইট করে করোনা-আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন। ওমর জানিয়েছেন, তিনি এখন বাড়িতেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন।

শুক্রবার ওমর আবদুল্লা নিজে টুইট করে জানিয়েছেন, 'বিগত এক বছর ধরে এই জঘন্য ভাইরাসকে দূরে রাখার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, শেষ পর্যন্ত এই ভাইরাস আমাকেও ধরে নিল। দুপুরেই আমি কোভিডে সংক্রমিত হয়েছি। চিকিৎসকদের পরামর্শে আমি বাড়িতেই সেলফ-আইসোলেশনে রয়েছি। অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল প্রভৃতির মতো আমার প্যারামিটারগুলি পর্যবেক্ষণ করছি।'

উল্লেখ্য, গত ৩০ মার্চ কোভিডে সংক্রমিত হয়েছিলেন ফারুক আবদুল্লা, শুরুতে বাড়িতেই আইসোলেশনে ছিলেন তিনি। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে শ্রীনগরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। গত ৭ এপ্রিল ফারুকের পুনরায় করোনা-টেস্ট করা হয়, সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এখনও হাসপাতালেই রয়েছন ৮৩ বছর বয়সী শ্রীনগরের সাংসদ। এবার তাঁর ছেলেও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন।

ভোট আবহে খেলা হবে মাস্ক বিলি করলেন মদন মিত্র

কলকাতা,৯ মার্চ (হি স): আগামীকাল চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণ পর্ব। ভোট আবহ চলে আসলেও শহর ছেড়ে বিদায় নেয়নি করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল সকলে। এরই মাঝে শুক্রবার হাসপাতালে খেলা হবে মাস্ক বিলি করলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র।

তিন দফা ভোট শেষে শনিবার পাঁচটি জেলার ৪৪ টি কেন্দ্রে ভোট। এরই মাঝে শুক্রবার ভোট আবহে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে করোনা ভ্যাকসিন নিলেন মদন মিত্র। আর তারপরেই সেখানে খেলা হবে লেখা মাস্ক বিলি করেন মদন মিত্র।

এরপরেই মদন মিত্র বলেন, "বিজেপির যে বহিরাগতরা আসছেন তাঁদের করোনা আছে কি না নিশ্চিত নই। গোখরের বিষ তো মারাত্মক তাই ভ্যাকসিনটা নিয়ে নিলাম"।

দু"দিনের মধ্যে শেষ টিকার স্টক, ভ্যাকসিন চেয়ে মোদীকে চিঠি গেহলটের

জয়পুর ও নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): ভ্যাকসিনের অভাব বেড়ে চলেছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। এবার রাজস্থানেও শেষ হতে চলেছে ভ্যাকসিনের স্টক। মরুরাজ্যে ভ্যাকসিনের স্টক শেষ হয়ে যাবে আগামী দু"দিনের মধ্যেই। আরও ৩০ লক্ষ টিকার ডোজের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠি গেহলট জানিয়েছেন, রাজস্থানে টিকার স্টক শেষ হয়ে যাবে দু"দিনের মধ্যে, অবিলম্বে আরও ৩০ লক্ষ ডোজ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি।'

অভিযুক্ত বন্দির হাতে গুলিবিদ্ধ যুবক, আহত

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর-পূর্ব দিল্লির দয়ালপুর এলাকায় এক অভিযুক্ত বন্দির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ২৩ বছরে এক যুবক জখম হয়েছেন বলে পুলিশ শুক্রবার জানিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নেহেরু বিহারের বাসিন্দা সাহিলের বাম পায়ে গুলিবিদ্ধ আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং তাকে জগ প্রবেশ চন্দ্র হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে হাসপাতালে তার চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও পুলিশ সাহিলের কথা বলে ঘটনার বিশদভাবে তদন্ত শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনা পিছনে ফারুক নামে এক ব্যক্তি হাত রয়েছে। পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারে তল্লাশি শুরু করেছে।

আগামীকাল চতুর্থ দফায় ৪৪ আসনে ভোটগ্রহণ, ৩৭৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে আগামীকাল শনিবার ৫ জেলার ৪৪ আসনে ভোটগ্রহণ। চতুর্থ দফায় মোট ৩৭৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা হবে। ইতিমধ্যেই আগামীকালের ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দিকে রওনা দিতে শুরু করেছেন ভোট কর্মীরা। আগামীকাল যে ৪৪ আসনে ভোট হবে তার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১১, হুগলির ১০, হাওড়ার ৯, কোচবিহারে ৯ এবং আলিপুরদুয়ারের ৫ আসন আছে।

আগামীকালের ৪৪ আসনের জন্য মোট প্রার্থী আছেন ৩৭৩ জন। যার মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৫০। মোট বুথের সংখ্যা ১২,৩১০। আগামীকালের ভোটদানে অংশ নেবেন প্রায় ১.১৫ কোটি ভোটার। যার মধ্যে প্রায় ৫৬.৯৪ লক্ষ মহিলা এবং ২৯৩ জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ।

চতুর্থ দফার নির্বাচনে বিজেপি এবং তৃণমূল ৪৪ টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। অন্যদিকে সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে সিপিআই(এম) প্রার্থী ২২ জন, কংগ্রেস ৯ জন, ফরওয়ার্ড ব্লক ৬ জন, আই এস এফ ৪ এবং আর এস পি-র ২ জন করে এবং ১ জন সিপিআই প্রার্থী আছেন। এই দফায় মোট নির্দল প্রার্থী ১৫৩ জন।

রাজ্যে চতুর্থ দফার নির্বাচনে লড়াইয়ের ময়দানে বেশ কিছু হেভিওয়েট প্রার্থী আগামীকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যার মধ্যে আছেন তৃণমূলের- রবীন্দ্রনাথ ঘোষ -নাটাবাড়ি, সৌরভ চক্রবর্তী - আলিপুরদুয়ার, লাভলি মৈত্র - সোনারপুর দক্ষিণ, জাভেদ খান - কসবা, স্বাতী খান্দেকার - চণ্ডীতলা, রত্না চট্টোপাধ্যায় - বেহালা পূর্ব, পার্থ চট্টোপাধ্যায় - বেহালা পশ্চিম, বিদেশ বসু - উলুবেড়িয়া পূর্ব, মনোজ তিওয়ারি- শিবপুর, রত্না দে নাগ - পান্ডুয়া, কাঞ্চন মল্লিক - উত্তরপাড়া, অরূপ বিশ্বাস --- টালিগঞ্জ, বেচারাম মান্না- সিঙ্গুর, ইন্দ্রনীল সেন চন্দননগর, উদয়ন গুহ-দিনহাটা।

বিজেপির প্রার্থীদের মধ্যে আছেন — নিশীথ প্রামাণিক - দিনহাটা, মালতি রাভা রায় - তুফানগঞ্জ, মনোজ টিগ্গা - মাদারিহাট, অঞ্জনা বসু - সোনারপুর দক্ষিণ, বাবুল সুপ্রিয় - টালিগঞ্জ, বেচারাম মান্না - সিঙ্গুর, পায়েল সরকার - বেহালা পূর্ব, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় - বেহালা পশ্চিম, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় - ডোমজুড়, বৈশালী ডালমিয়া - বালি, লকেট চট্টোপাধ্যায় - চুঁচুড়া, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য - সিঙ্গুর, যশ দাশগুপ্ত — চণ্ডীতলা

অন্যদিকে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের মধ্যে আছেন — শতরূপ ঘোষ - কসবা, সুজন চক্রবর্তী - যাদবপুর, দেবদূত ঘোষ - টালিগঞ্জ, দীপ্সিতা ধর - বালি, সৃজন ভট্টাচার্য - সিঙ্গুর, মহম্মদ সেলিম - চণ্ডীতলা, আবদুল মান্নান - চাঁপদানি, দেবপ্রসাদ রায় --- আলিপুরদুয়ার প্রমুখ।

দাদু-ঠাকুমার কাছে শোনা গল্পই বদলে দিয়েছে জীবনপথ : শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : 'শৈশবে অনেকে দাদু-ঠাকুর্মার কাছে রূপকথার গল্প শোনে। আমি ভূত-পেত্নি-দৈত্য-দানব নয় শুনতাম সংগ্রামের গল্প। গণসংগীতের কথা। ভাবনার আদলটাও তাই গড়ে উঠল ওভাবে।"

নিজের কথা জানাতে গিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এ কথা জানালেন শুভম বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনে এ রাজ্যে সিপিআই-এর দশ অবতারের অন্যতম। কিন্তু অনেক দিক থেকে অনেকের চেয়েই অনন্য। এবার প্রার্থী হয়েছেন সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রে। সিপিআইয়ের ছাত্র সংগঠন এআইএসএফ-এর সভাপতির বয়স সবে ত্রিশ।

বিদেশ যাওয়ার সুযোগ হেলায় ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ যা করার দেশে থেকেই করবেন। আর দেশের বাইরে গেলে যে রাজনীতি করা যাবে না যে! এসেছেন আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক পরিবার থেকে। ফলে তিনি সেদিকেই ঝুঁকেছেন। হাওড়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তাঁর দাদু নন্দদুলাল। আর ঠাকুমা মনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্র ফেডারেশ আর আইপিটিএ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।ছিলেন সেকালের বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (বিপিএসএফ)-এ। বাবা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত। বালি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক। ফলে তাঁর রাজনীতিতে আসা ছিল যেন নিছকই সময়ের অপেক্ষা।

এর আগে ভোটের প্রচারে কাজ করেছেন। তবে এই প্রথম সরাসরি ভোটে। সোনারপুর দক্ষিণে সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত সিপিআই প্রার্থী শুভমের জন্ম, বেড়ে ওঠা বালি-তে। ২০১৩ সালে স্কটিশ চার্চ থেকে রসায়নে স্নাতক। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে জৈব রসায়নে এমএসসি করার সময় মোটা মাইনের চাকরি পেয়েছিলেন। সুযোগ পেয়েছিলেন বিশ্বখ্যাত এক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থায়। তখন ক্যাম্পাসিংয়ে ৫ জন সুযোগ পেয়েছিলেন। বাকি ৪ জন গেলেও তিনি যাননি। ওই সংস্থার হায়দ্রাবাদের অফিসে ৩ মাস কাজ করতে হত। আর তারপর পাড়ি দিতে হত সুইজারল্যান্ডের বাজেলে, ফার্মাকো ভিজিল্যান্স অফিসার হিসেবে। হায়দ্রাবাদে তাঁর পাওয়ার কথা ছিল হাজার ষাটেক টাকা। ওই ২০১৩ সালেই। আর বিদেশে গেলে তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। তবে যোগ দেননি।

এত ভাল প্রস্তাব। না যাওয়ার কারণ কী? শুভম জানালেন, "প্রথমত তখনও আমি পড়ছি। দ্বিতীয়ত, আমার প্রশিক্ষণে যাওয়ার তারিখ ছিল '১৩-র ৭ আগস্ট। আর ১২ আগস্ট ছিল এআইএসএফ-এর কলকাতা জেলা সম্মেলন। সভাটাকে সফল করে তুলতে অনেক দিন ধরে খাটছিলাম। শেষ মুহূর্তে ওটা ফেলে চলে যেতে চাইনি। ওই সম্মেলনে এআইএসএফ আমাকে সংগঠনের জেলা সম্পাদক করল। '১৩-তেই নেট আর গেট-এ বসলাম। শুভম জানালেন, "দুটোতেই ভাল ফল হল। পুরোদস্তুর গবেষণায় এলাম। '১৫-তে বায়ো ইনফরমেটিকসে এম টেক। '১৬-তে বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে জুনিয়র রিসার্চ ফেলো। এখন সিনিয়র হয়েছি। কয়েকটা প্রকাশনা আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলেছে। '১৮-র সেপ্টেম্বরে এআইএসএফ-এর সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব পেলাম। এটা ভেবে ভাল লাগার কথা, সংগঠনের ৮৫ বছরের ইতিহাসে আমিই প্রথম এই স্বীকৃতি পেলাম। পশ্চিমবঙ্গের কেউ আগে এই দায়িত্ব পাননি। এরপর হয়েছি সিপিআইয়ের জাতীয় পরিষদের সদস্য। সর্বকনিষ্ঠ। কানাইয়ালালও আছেন এই পরিষদে, আমার চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র।"শুভমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূলের লাভলি মৈত্র এবং বিজেপির অঞ্জনা বসু। দু"জনেই তারকা। তাঁদের সামলাবেন কী করে? শুভমের জবাব, এটা তো ভোটের ময়দান। রাজনীতিতে তারকা তো রাজনৈতিক ব্যক্তি, যাঁরা রাজনীতি জানেন, এমএলএ, এমপির কী দায়িত্ব তাঁরা তারকা হতে পারেন। যাঁরা ভোটের ময়দানে থাকেন, তাঁরা তারকা। তারকা সিরিয়ালের অভিনেত্রী তো হতে পারেন না। যাঁরা মানুষের জন্য কাজ করেছেন, তাঁরা তারকা।ভোটের ফলাফল কী হবে? তিনি জানান, "এখানে জেতা উচিত। আমার তো মনে হচ্ছে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত!" নিশ্চিন্তির কারণটা কী? বললেন, "এখানে অধিকাংশই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশ। ২০১৬, ১৯-এর ভোটে প্রার্থীর সঙ্গে প্রচারে এসেছিলাম। তখন মানুষের এক ধরনের সাড়া ছিল। আর এখন দেখছি, প্রতি ১০ জনে কোথাও ৭-৮, আবার কোথাও ৫-৬ জন বলছেন, এগিয়ে এসে হাত মিলিয়ে, নমস্কার করে, হাত মিলিয়ে, গলা জড়িয়ে বলছেন, চিন্তা নেই, ভোট আপনাকেই দেব। আবাসনে ঘুরেছি। সেখানেও একই অবস্থা। বাসিন্দারা বলছে, তোমার থেকে অনেক প্রত্যাশা।" কেন তাঁরা এমন কথা বলছেন? শুভম জানান, "স্থানীয় মানুষ বলছেন, আপনি শিক্ষিত, তরুণ প্রার্থী। আগে কখনও এমন প্রার্থী পাননি তাঁরা। তাই ভোট আপনাকেই দেব।"আশা যতই থাকুক, সোনারপুর দক্ষিণের পরিসংখ্যান কিন্তু সেই সুরে কথা বলছে না। ১৯৭৭ থেকে এই কেন্দ্রে ৫ বার জিতেছেন সিপিএম, ৩ বার তৃণমূল প্রার্থী। ২০১১-তে এই কেন্দ্রে তৃণমূল পেয়েছিল প্রদত্ত ভোটের ৫৯ শতাংশ, সিপিআই ৩৭ শতাংশ। '১৬-তে এই দুই দল যথাক্রমে ৪৮ ও ৪০ শতাংশ। '১৬-তে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট বেড়ে হয়েছে ৮ শতাংশ। এবার তাঁরাও শক্ত প্রতিপক্ষ। শুভম জানালেন, এলাকা ছেড়ে, রাজ্য ছেড়ে যাব না বলে থেকে গিয়েছি। এক একজনের এক এক রকম স্বপ্ন থাকে। আমার স্বপ্ন রাজনীতি করার। রাজনীতির মাধ্যমে সমাজগঠনের। দেখা যাক, কী হয়!সোনারপুর দক্ষিণের ভোট ১০ এপ্রিল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দেশে জিডিপিতে বাংলার অংশ ৩০ থেকে কমে হয়েছে ৩.ঠু , ঘুরে দাঁড়ানোর ডাক শাহর

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : দেশে জিডিপিতে বাংলার অংশ ছিল ৩০ শতাংশ। সেটাই কমে হয়েছে ৩.ঠু। এতেই স্পষ্ট বাংলার স্থিতি কতটা খারাপ! শুক্রবার কলকাতার একটি নামী হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, আমাদের ইস্তাহারে সর্বক্ষেত্রের উন্নয়নের কথা রয়েছে। বাংলার আর্থিক পুনরুত্থান টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। বিনিয়োগ আনার জন্য সরল পদ্ধতি আনব। সাংবাদিক সম্মেলনে শুরুতেই তিনি বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান বাংলার মানুষকে। পড়ে থাকা জমি নিয়ে তৈরি হবে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি থেকে কৃষক, শিল্পপতি ও সরকার বসে জমি অধিগ্রহণ সমস্যার সমাধান, কলকাতাকে দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানি করা, শহরের সব গলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা, দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য প্রশমন প্রভৃতির আশ্বাস দিয়ে বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠনের পর কলকাতা, উত্তরবঙ্গ ও বাংলার সংস্কৃতির বিকাশের জন্যে রোডম্যাপ রয়েছে আমাদের। সুরক্ষিত বাংলার জন্য বাকি ৫ দফায় বিজেপিকে ভোট দিন।

অমিতবাবু বলেন, ২০১৯ সালের পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। তখন শঙ্কা ছিল বিজেপি জিততে পারবে কিনা! ১৮টি আসন জেতার পর সব শঙ্কা দূর হয়ে গিয়েছে।

কলকাতার উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "একটা সময়ে সিঙ্গাপুরের ডেভেলপমেন্ট মডেল ছিল কলকাতা। এই শহর সিটি অব জয় তো থাকবে। কলকাতা সিটি অব ফিউটার হবে। কলকাতার পরিকাঠামোর উন্নতি করা হবে। কলকাতাকে ইউনেস্কোর হেরিটেজ সিটি করব। বাংলার সংস্কৃতির যা হাল দিদি করেছন! নোবেল প্রাইজের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরস্কার। এবং অস্কারের মতো সত্যজিৎ রায় পুরস্কার চালু হবে।

২২০০০ কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড গঠন। আগামী ৫ বছরে আর্থিক রাজধানী করার চেষ্টা করব। ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের পুনর্জীবন। কলকাতার সকল বহুতলে অডিট করা হবে। মেট্রো, লোকাল ট্রেন ও বাসের জন্য একটাই কার্ডের সূচনা করা হবে। ১০টি বহুতল পার্কিং প্লেস। হুগলি রিভারফ্রন্ট করা হবে। কালীঘাটের গঙ্গাকে স্বচ্ছ করা হবে।"

অমিতবাবু বলেন, ভ্যাকসিন কম থাকার যে অভিযোগ উঠছে, তা সঠিক নয়। সব রাজ্যই পাচ্ছে। ভোটের নির্ঘণ্ট ঠিক করে নির্বাচন কমিশন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান পরিষদ নিয়ে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

ইমাম ভাতা প্রসঙ্গে শাহ বলেন, কোনও ধর্মের প্রতি পক্ষপাত করব না। নতুন সরকার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। অনুপ্রবেশকারী সমস্যার নিরসন করতে পারে আমরাই পারি। এই মমতাই অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে সংসদে তিনবার সরব হয়েছিলেন। মানুষ এভাবে বদলে যায়! এখানে অনুপ্রবেশকারীদের অবাধ প্রবেশ। কলকাতার বাঙালিবাবুরাও চিন্তা করছেন কলকাতার পরিস্থিতি কী হবে! মহিলারা নিরাপদ নন। মহিলাঘটিত অপরাধে ১ থেকে ৫ নম্বরে দাঁড়িয়ে বাংলা। তোলাবাজি সিন্ডিকেট ও দুর্নীতি সীমা পার করে ফেলেছে। তৃণমূল কীসের ভিত্তিতে ভোট চাইছে? মোদী সরকারের জনকল্যাণ প্রকল্প নিচুতলায় পৌঁছতে দেন না মমতা।

অমিত শাহ বলেন, এই মমতাই একটা সময়ে বলতেন, সিআরপিএফ পাঠান। এখন বলছেন, সিআরপিএফ রিগিং করছে। শরণার্থীদের পুনর্বাসন করব। মোদীজির নেতৃত্বে সোনার বাংলার নির্মাণ করব।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পর্যন্ত আমি বাংলায় তিনটে নির্বাচন দেখেছি। আপনারা স্বীকার করবেন, গত তিনটি নির্বাচনের তুলনায় হিংসা অনেক কম হয়েছে। এই বাংলাতেই শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে মনোনয়নপত্র পেশের অনুমোদন দিয়েছিল হাইকোর্ট। দেশের কোথাও এমনটা হয়নি।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, ৭০০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতাকে জুড়ব। শিলিগুড়িতে তৈরি হবে মেট্রো রেল। চা পার্ক তৈরি হবে। সেখানে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হবে গবেষণার জন্যে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত রাজবংশী ভাষায় পড়াশুনো। আদিবাসীদের পাট্টা। উত্তরবঙ্গকে অবহেলা করা হয়েছে। উত্তর বাংলার উন্নয়ন হয়নি। উত্তরবঙ্গ বিকাশ বোর্ড স্থাপন করা হবে। নারায়ণী সেনা ব্যাটলিয়ন হবে সিআরপিএফে।

অমিতবাবু বলেন, সুন্দরবন, জঙ্গলমহলে, নমশূদ্র ও রাজবংশী - বাংলার সব প্রান্তের মানুষ বিজেপির সঙ্গে। অশোক লাহিড়ি, স্বপন দাশগুপ্ত, বৈজ্ঞানিক গোবর্ধন দাসের মতো কৃতীরা বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে লড়াই করছেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

তিন দফার ভোটে ৬৩-৬৮ আসনে জয়লাভ করবে বিজেপি ঃ অমিত শাহ

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই বিধানসভা নির্বাচনের তিন দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। তিন দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছে ৯১টি বিধানসভা আসনে। এই ৯১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৬৩ থেকে ৬৮টি আসনে জয়লাভ করবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শুক্রবার অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন কলকাতার হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনালে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ বলেছেন, 'তিন-দফার ভোটে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সমর্থন পেয়েছে বিজেপি। অনুমান করা যাচ্ছে, এই তিন-দফায় ৬৩ থেকে ৬৮টি আসনে জয়লাভ করবে বিজেপি।' কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা অভিযোগ করেছেন, নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর অপব্যাবহার করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ বলেছেন, 'উনি বারবার বলছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ইশারায় সিআরপিএফ নির্বাচনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। নির্বাচনী দায়িত্বে যখন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়, তখন তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকে না। নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকে। উনি সহজ বিষয়টি যদি না জেনে থাকেন তাহলে আমি মেনে নেব যে উনি অস্থির হয়ে পড়েছেন।' তৃণমূলকে খোঁচা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'তৃণমূলের বক্তৃতা ও কাজ থেকেই তাঁদের হতাশার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আমি নিজের জীবনে এমন একজন নেতা অথবা মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিনি যিনি বলছেন সিআরপিএফ-কে ঘেরাও করো। তিনি কী জনগণকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।' বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার প্রসঙ্গ টেনে এনে তৃণমূলকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'আমাদের কার্যকর্তাদের উপর লাগাতার হামলা হয়েছে। রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের উপর হামলা হয়েছে এবং এই ঘটনার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নেতার কোনও বক্তব্য পর্যন্ত নেই। ওঁরা মৌন থেকে এই ধরনের কাজকে সমর্থন করছেন। মোদীজী যে প্রকল্পগুলি গরিব মানুষের জন্য করেছেন, তা মানুষের কাছে পৌঁছতে দেননি দিদি। সেটা আয়ুষ্মান ভারত বা কিষাণ সম্মান নিধি বা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, যাই হোক না কেন, তার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেছেন।'

সম্প্রতি নির্বাচনী জনসভায় সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে মমতা বলেছিলেন, 'আমি আমার সমস্ত সংখ্যালঘু ভাই---বোনেদের অনুরোধ করছি ভোট ভাগাভাগি হতে দেবেন না।' মমতার এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এদিন অমিত শাহ বলেছেন, 'তৃণমূল যেভাবে সংখ্যালঘু ভোটারদের এক হয়ে তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করছে, তা দেখে বোঝাই যাচ্ছে সংখ্যালঘু ভোটও তাঁদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে।' অমিত শাহ এদিন কলকাতায় বসে দাবি করেছেন, 'কলকাতা থেকেই সূচনা হবে সোনার বাংলা অভিযান। কলকাতা সিটি অফ জয় হিসেবেই থাকবে, তবে আমরা কলকাতাকে সিটি অফ ফিউচার-এ রূপান্তরিত করার চেষ্টা করব। ইনফ্রাস্ট্রাকচার শক্তিশালীকরণের জন্য আমরা ২২ হাজার কোটি টাকার কলকাতা উন্নয়ন তহবিল তৈরি করব।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে দিদি সবথেকে বেশি অন্যায় করেছেন। সেখানকার রাজবংশী, গোর্খা আর চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য দিদি ১০ বছরেও কিছু করেননি। বাংলার প্রত্যেক পরিবারের একজন করে ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার সংকল্পবদ্ধ বিজেপি। উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং এইমস তৈরি করব আমরা।' অমিত শাহ এদিন আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'কালীঘাটের আদিগঙ্গাকে সংস্কার করে আবার নতুনভাবে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। সেখানে নোংরা ফেলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। তৃণমূল আমলে বাংলা সবথেকে বেশি পিছিয়ে গিয়েছে। মমতার আমলে বেড়েছে দুর্নীতি।'

২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ৮৯, ২৯৩ জন, ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যু ৩.৪৫-লক্ষাধিক

রিও ডি জেনেইরো, ৯ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে আরও বাড়ল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৪ হাজার ১৯০ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯,২৯৩ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৪৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৪ হাজার ১৯০ জনের প্রাণ কেড়েছে করোনা, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৮৭-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮৯,২৯৩ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৩,২৮৬,৩২৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১,৭৩২,১৯৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১২,০৮,৮৪৪ জন।

ভিজন ডকুমেন্টের

● প্রথম পাতার পর

বলেন, তাঁদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হোক চাইছি। তবে, কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে। তাই, প্রার্থনা করি তাঁদের জন্য ব্যবস্থা হোক। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার তাঁদের জন্য চেষ্টা করছে।

ত্রিপুরায় এডিসি এবং অসম ও পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র জয় নিশ্চিত। আজ শুক্রবার রাজ্য সফরে এসে জোরের সঙ্গে এই দাবি করেন অসমের মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

হিমন্তবিশ্ব বলেন, ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে সমস্ত আসনে বিজেপি জয়ী হবে এবং আইপিএফটি-কে সাথে নিয়ে কাউন্সিল গঠন করবে। তেমনি অসম এবং পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি জয়ী হবে। তাঁর মতে, অসমে গত বিধানসভা নির্বাচনের মতোই ফলাফল হবে। বিজেপি জোট অসমে ৮৪টি আসনের কাছাকাছি জয়ী হবে। এক্ষেত্রে, ২-৩টি কম বা বেশি হতেও পারে, মনে করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি ২০০ আসনে নিশ্চিত জয় করবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র জয়ে অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক চাণক্য বলে খ্যাত ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনকে উৎখাত করতে দারুণভাবে কার্যকরী ছিল। প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে নির্বাচনু রণনীতি নির্ণয়ে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। ফলে, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে, মনে করেন অনেকে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সমর্থন করে আসছে। রাজ্যের লোকেরা তাদের অপছন্দ করে। তবে এই কমিউনিস্ট নেতারা একটি নতুন গঠিত রাজনৈতিক দল অর্থাৎ তিপ্রা মোথাকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে একটি অশান্তির পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছেন।

নবেন্দু ভট্টাচার্জি বলেছেন, বিজেপির কর্মীরা রাজ্যজুড়ে যে কোনও ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছেন, তবে গণনার আগে সিপিআইএম রাজ্যে বিরাজমান শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বিঘ্নিত করার জন্য অশান্তি তৈরি করছে। বিজেপি বিশ্বাস করে যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষত সিপিআইএম কর্তৃক সহিংসতার বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন অবশ্যই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তিনি আরও বলেন, কমিউনিস্টরা হত্যা-সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি ফিরিয়ে আনতে চায়।

আজ

● প্রথম পাতার পর

কাউন্টিং সুপারভাইজার ও সহকারী গননার কাজে থাকবেন ।সহকারী রিটার্নিং অফিসার তথা কুমারঘাটের বিডিও মিঠুন দাস চৌধুরি জানিয়েছেন, সুচারুভাবে গননা পর্ব সম্পন্ন করতে যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।গননা কেন্দ্রে থাকবে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বেষ্টনি ।জানিয়েছেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার ।এদিকে ভোট গননার সময় বহিরাগত কেউ যাতে অনুমতি পত্র ছাড়া ভেতরে পেশ করতে না পারে সেই লক্ষে পাবিয়াছড়া স্কুলের আশপাশে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছে ।কার দখলে যাবে এডিসির ক্ষমতা, তা জানা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে বলেও সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অভিযোগ করেছেন।

তিনি বলেন, শুক্রবার তিপ্রা মোথার চেয়ারম্যান সিধাই মোহনপুরে গিয়েছিলেন এবং ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা তাকে আক্রমণ করেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তারা নিঃশব্দ দর্শকেরূপে থেকে যায়। এছাড়াও, সিমনার তামাকারি-হিজামারা আসনে চারটি গাড়িতে হামলা করা হয়েছে এবং এরপরে উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ করা হয়েছে।

আহত এক

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাটি ঘটেছে ।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় বহুতল বাড়ির ঘর নির্মাণ কাজ চললেও শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে নির্মাণকারী সংস্থা কিংবা সংশ্লিষ্ট বাড়ির মালিক কোন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। সে কারণেই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

এবং স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের ডিভিশনে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকের হাতে দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয়। আধিকারিক বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। ডেপুটেশনে এদিন ছিলেন ডি ওয়াই এফ আই নেতা প্রসেনজিৎ সূত্রধর, সঞ্জয় দাস এবং নীল রতন রায়।

এলাকা

● প্রথম পাতার পর

থানার পুলিশ ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ছুটে আসে। এব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। এদিকে ময়নাতদন্তের পর শিশুর মৃতদেহ টি পরিবারের লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

মিজোরামে সর্বকালীন রেকর্ড, একদিনে করোনা-য় সংক্রমিত ৩৬

আইজল, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউয়ে মিজোরামে হঠাৎ করে সংক্রমণের গতি বেড়েছে। শুক্রবার একদিনে ৩৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। এতে রাজ্যে পুরনো ও নতুন করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৪,৫৫৮। তাদের মধ্যে ৪,৪৫৪ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। তবে ১১ জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। বর্তমানে মিজোরামে করোনা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯৩। তাঁরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

স্বাস্থ্য বিভাগের জারিকৃত তথ্য অনুসারে মিজোরামে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত রয়েছে রাজধানী আইজলে। এছাড়া কোলাশিব জেলায় ৬২, চাম্পাই জেলায় ৬ জন, হন্থিয়ল জেলায় ৩ জন এবং লুংলেই জেলায় ২ জন করোনায় আক্রান্ত রয়েছেন। গত ছয়দিনের তথ্যে জানা গেছে, গত চার এপ্রিল একজনও করোনা-য় আক্রান্ত হননি। বরং ৫ এপ্রিল চারজন করোনা-আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু ৬ এপ্রিল ৮ জন, ৭ এপ্রিল ২ জন, ৮ এপ্রিল ১১ জন এবং ৯ এপ্রিল ৩৬ জন নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ৮ এপ্রিল পর্যন্ত ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৫৫ জনের করোনা-র নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এদিকে, মিজোরামে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধির দরুন রাজ্য সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার, ফের মমতাকে নোটিশ নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের নোটিশ পাঠাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ১০ এপ্রিল, শনিবারের মধ্যে মমতার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। গত ২৮ মার্চ এবং ৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বাহিনী সম্পর্কে ''বেফাঁস'' মন্তব্য করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ১০ এপ্রিলের মধ্যে মমতার ব্যাখ্যা চেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৭ এপ্রিল কোচবিহার উত্তরের সভায় তৃণমূল নেত্রীকে বলতে শোনা যায়, "কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা অশান্তি করতে এলে একদল ওদের ঘিরে ফেলুন। আরেক দল ভোট দিতে যান। কারা এই কাজ করছে, তাদের নাম লিখে রাখুন।" এর আগে গত ২৮ মার্চও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে একই ধরনের মন্তব্য করার অভিযোগ রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। যা নিয়ে প্রবল আপত্তি কমিশনের।

গত ২৮ মার্চ এবং ৭ এপ্রিল কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছিলেন, তার প্রেক্ষিতে কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যাতে উল্লেখ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে মমতার মন্তব্য 'দুর্ভাগ্যজনক'। কেন তিনি এই ধরনের মন্তব্য করলেন? তা ব্যাখ্যা করতে হবে তৃণমূল নেত্রীকে। এই ব্যাখ্যা দিতে হবে ১০ এপ্রিলের মধ্যে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচন কমিশনের নোটিসের জবাব দিতে হবে।

প্রিন্স ফিলিপের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রিটেনের দ্বিতীয় রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী প্রিন্স ফিলিপ (ডিউক অব এডিনবার্গ)- এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। মোদী তার শোকবার্তায় জানান, আমাদের সমবেদনা ব্রিটেনের জনগণ এবং রাজপরিবারের সঙ্গে রয়েছে।

শুক্রবার টুইটারে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, প্রিন্স ফিলিপের একটি উজ্জ্বল সামরিক ক্যারিয়ার রয়েছে এবং তিনি সমাজসেবা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি দিন।

৯৯ বছরের প্রিন্সজ ফিলিপ আজ সকালে উইন্ডসর ক্যাসলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শুক্রবার সকালে উইন্ডসর প্রাসাদেই মৃত্যু হয় তাঁর। বাকিংহাম প্যালেস এখবর ঘোষণা করেছে।

১.৩১-লক্ষাধিক দৈনিক সংক্রমণ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১৬৭,৬৪২

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৩১,৯৬৮ জন, এই সংখ্যাই এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৭৮০ জনের প্রাণ। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ৯.৭৯-লক্ষের (৭.৫০ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সেরে ওঠাও স্বস্তি দিচ্ছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৬১,৮৯৯ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৯, ১৩,২৯২ জন করোনা-রোগী (৯১.২২ শতাংশ)।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ১,৩১,৯৬৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,৩০,৬০,৫৪২-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৭৮০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৭, ৬৪২ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৭৯ হাজার ৬০৮ জন (৭.৫০ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৬৯,২৮৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৬২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩৬,৯১,৫১১ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে সংক্রমিত ২৪৫

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট আক্রান্ত হয়েছেন ২৪৫ জন। রাজ্যে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। ইতিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ১৯ হাজার ২৭২ হয়েছে। তবে এই সময়কালে ৬৮ জন করোনা-আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়েছেন, জানা গেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে। প্রথম ঢেউয়ে ১,১১৪ জন মৃত্যুবরণের পাশাপাশি নতুন আক্রান্তদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০২৩। গতকাল বৃহস্পতিবার মোট ২২,৮৮৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ২৪৫ জনকে করোনা পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষণের তুলনায় গতকাল সক্রিয় আক্রান্তে হার ছিল ১.০৭ শতাংশ। এর আগের দিন বুধবার এই হার ০.৯২ শতাংশ।

২৪৫ জনের মধ্যে কেবলমাত্র কামরূপ মেট্রো জেলায় করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১২৮ জন। সেভাবে কামরূপ (গ্রামীণ) জেলায় ২৮, ডিব্রুগড়ে ২৬, তিনসুকিয়ায় ১০, হোজাইয়ে ৯, ৬ জন করে শিবসাগর, গোলাঘাট, করিমগঞ্জ ও বঙাইগাঁও জেলায় ৫ জন করে কাছাড়, শোণিতপুর, নগাঁও ও যোরহাট জেলায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাছাড়া বজালি জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ২-জন। এদিকে দেশে আবার সম্পূর্ণ লকডাউন হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট করার পর অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও রাজ্যে লকডাউন কিংবা নৈশ করফিউ জারি করা হবে না ঘোষণা করেছেন।

প্রেসক্লাবে নতুন গাইডলাইন

আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। করোনা পরিস্থিতিতে আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে নতুন গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে। ১, সঠিকভাবে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক। ২) সেনিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। ৩) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখ হবে। ৪) থার্মাল স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক। ৫) যেখানে সেখানে থুতু ফেলা যাবে না। করোনা বিধি না মানলে যে কোনও সময় ক্লাব কর্তৃপক্ষ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে

● আটের পাতার পর

বিজেপির হেভিওয়েট নেতারা। প্রার্থী হওয়ার পরেই যশ বলেছিলেন, সিনেমা জগতে যেমন সাধারণের ভালবাসা পেয়ে তাঁর কেরিয়ার গ্রাফ উর্ধমুখী, তেমনই রাজনীতিতেও তিনি এভাবেই জয় করবেন। যশের কথা মতো প্রচারেও দেখা গেছে তরুণদের উচ্ছ্বাস।

এবার সোনারপুর দক্ষিণের মানুষ সাক্ষী থাকছেন তারকা বনাম তারকা যুদ্ধ। সিরিয়ালের সূত্রে দু''জনেই পরিচিত মুখ। বিজেপি প্রার্থী অঞ্জনা বসু ২০১৯ সালে দলে নাম লিখিয়েছিলেন। এবছর তিনি প্রার্থী। অন্যদিকে রাজনীতিতে পা রেখেই তৃণমূল প্রার্থী লাভলি মৈত্র। যদিও প্রচারের ফাঁকে কেউ কারও বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য করেননি।

নজর রয়েছে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কাঞ্চন মল্লিকের দিকেও। তৃণমূল ত্যাগী ও বিজেপি প্রার্থী প্রবীর ঘোষালের বিরুদ্ধে লড়ছেন তিনি। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পর কাঞ্চন বলেছিলেন, তিনি এক সাধারণ মানুষের মতোই উত্তরপাড়ার মানুষের কাছে পৌঁছে যাবেন। চেষ্টাও করেছেন কথা রাখার। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, গোটা উত্তরপাড়া পায়ে হেঁটে প্রচার করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। একবার বলেছিলেন, "২ মে শুধু সবুজ আবীরের খেলা হবে!"

একইসঙ্গে চন্দননগরে লড়ছেন তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন। গানকে অস্ত্র করেই রাজনীতিতে পা রেখেছেন তিনি। অনেকদিন আগে থেকেই মমতা ব্যানার্জির কাছের মানুষও। এলাকাবাসীর মতে, ইন্দ্রনীল বরাবরই চেষ্টা করেছেন মানুষের পাশে থাকার। এবার সাধারণ মানুষ সত্যিই তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারছেন কি না সেটাই দেখার পালা। চুঁচুড়ায় ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছেন বিজেপি প্রার্থী লকেট চ্যাটার্জি। কখনও গরুর গাড়িতে চেপে, কখনও বা লোকাল ট্রেনে, আবার কখনও গঙ্গাবক্ষে ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছেন তিনি। ভোট ব্যাঙ্কে এর প্রভাব পড়বে বলেই আশাবাদী বিজেপি কর্মীরা।

খেলতে এবার রাজনীতির ময়দানে পা রেখেছেন মনোজ তিওয়ারি। শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি তৃণমূল প্রার্থী। প্রচারেও ঝড় তুলেছিলেন। শিবপুরের তৃণমূল কর্মীদের মতে, মনোজ শিবপুরে হাসতে হাসতে বিজেপিকে বোল্ড আউট করবেন! সবমিলিয়ে কথা রাখার পালা শেষ। এবার মানুষের মন তাঁরা কতটা ছুঁতে পেলেন সেটা দেখা যাবে দোসরা মে।

যার মধ্যে আছেন তৃণমূলের- রবীন্দ্রনাথ ঘোষ -নাটাবাড়ি, সৌরভ চক্রবর্তী - আলিপুরদুয়ার, লাভলি মৈত্র - সোনারপুর দক্ষিণ, জাভেদ খান - কসবা, স্বাতী খান্দেকার - চণ্ডীতলা, রত্না চট্টোপাধ্যায় - বেহালা পূর্ব, পার্থ চট্টোপাধ্যায় - বেহালা পশ্চিম, বিদেশ বসু - উলুবেড়িয়া পূর্ব, মনোজ তিওয়ারি- শিবপুর, রত্না দে নাগ - পান্ডুয়া, কাঞ্চন মল্লিক - উত্তরপাড়া, অরূপ বিশ্বাস — টালিগঞ্জ, বেচারাম মান্না- সিঙ্গুর, ইন্দ্রনীল সেন চন্দননগর, উদয়ন গুহ-দিনহাটা।

বিজেপির প্রার্থীদের মধ্যে আছেন — নিশীথ প্রামাণিক - দিনহাটা, মালতি রাভা রায় - তুফানগঞ্জ, মনোজ টিগ্গা - মাদারিহাট, অঞ্জনা বসু - সোনারপুর দক্ষিণ, বাবুল সুপ্রিয় - টালিগঞ্জ, বেচারাম মান্না - সিঙ্গুর, পায়েল সরকার - বেহালা পূর্ব, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় - বেহালা পশ্চিম, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় - ডোমজুড়, বৈশালী ডালমিয়া - বালি, লকেট চট্টোপাধ্যায় - চুঁচুড়া, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য - সিঙ্গুর, যশ দাশগুপ্ত — চণ্ডীতলা অন্যদিকে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের মধ্যে আছেন — শতরূপ ঘোষ - কসবা, সুজন চক্রবর্তী - যাদবপুর, দেবদূত ঘোষ - টালিগঞ্জ, দীপ্সিতা ধর - বালি, সৃজন ভট্টাচার্য - সিঙ্গুর, মহম্মদ সেলিম - চণ্ডীতলা, আবদুল মান্নান - চাঁপদানি, দেবপ্রসাদ রায় — আলিপুরদুয়ার প্রমুখ।

আগামী ১০ এপ্রিল শনিবার রাজ্যের যে ৫ জেলার ৪৪ আসনে ভোট নেওয়া হবে, সেখানে বুথ পাহারায় ৭৯৩ কোম্পানি আধা সেনা মোতায়েন করা হবে। কারন আগের তিন দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তি লেগেই ছিল। যদিও কমিশন জানিয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে ভোট মিটেছে। তবে এবার আরও সচেতন ভাবে ভোট করাতে চায় কমিশন। তাই ৪৪ কেন্দ্রে মোতায়েন থাকবে ৭৯৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। গত তিন দফায় রাজ্যের শাসক দল বারবার আঙুল তুলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দিকে। এর মধ্যেই শনিবার চতুর্থ দফা। এদিন আলিপুরদুয়ারে মোতায়েন থাকছে ৯৯ কোম্পানি। বারুইপুরে থাকছে ৪৫ কোম্পানি। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে থাকবে ৮৪ কোম্পানি। কোচবিহারে মোতায়েন ১৮৮ কোম্পানি। ডায়মন্ড হারবারে থাকছে ৩৯ কোম্পানি। হুগলি গ্রামীণ অঞ্চলের জন্য রাখা হয়েছে ৯১ কোম্পানি। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে রাখা হয়েছে ১০৩ কোম্পানি। হাওড়া গ্রামীণে ৩৭ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন করা হয়েছে। জলপাইগুড়িতে ৬ কোম্পানি আধাসেনা মোতায়েন হয়েছে। কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট ১০১ কোম্পানি মোতায়েন থাকছে। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটে মোতায়েন ৭৩ কোম্পানি।

যে এলাকায় একটি বুথ, সেখানে চার জন জওয়ান থাকবে। যে এলাকায় ২ থেকে ৪টি বুথ, সেখানে ৮ জন জওয়ান থাকবে। যেখানে ৫ থেকে ৮টি বুথ, সেখানে থাকবে ১২ জন জওয়ান। কলকাতার একটি অংশেও শনিবার ভোট। তাই বিশেষ নজরদারি চালাবে কমিশন। কলকাতার রাস্তায় থাকবে ৭৫টি আরটি ভ্যান। দু'দিন আগে থেকেই কলকাতা সীমান্তে চলছে নাকা চেকিং। কলকাতা লাগোয়া এলাকাগুলোতে থাকবে বাহিনীর ৯৪টি কুইক রেসপন্স টিম।

ক্রীড়াঙ্গন

নাটকীয় ম্যাচে শেষ বলে মুম্বইকে হারাল আরসিবি

চেন্নাই: এবি ডি ভিলিয়ার্স যেদিন খেলবেন সেদিন বিপক্ষ বোলারদের দেখা ছাড়া কিছু করার থাকবে না। সেটাই নিয়ম, সেটাই ভবিতব্য। এদিন যেমন ম্যাচের মাঝামাঝি সময়ে আরসিবি চাপে পড়ে গেলেও বরফ-শীতল মানসিকতায় এবং অসামান্য দক্ষতায় ম্যাচ বের করে আনলেন মুম্বইয়ের কবল থেকে। বুঝিয়ে দিলেন কেন তাঁকে জিনিয়াস বলা হয়। বুমরার চতুর্থ ওভারে যেভাবে রান তুললেন তাতেই ম্যাচের ভবিতব্য নির্ধারিত হয়ে গেল।বয়স বেড়েছে, কিন্তু দক্ষতা একই আছে।মুম্বইয়ের দেওয়া ১৫৯ রান তাড়া করতে নেমে আরসিবির শুরুটা ছিল বেশ ভাল। বিরাট কোহলির সঙ্গে শুরু করেছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

১০ রান করে সুন্দর ফিরে গেলেও বিরাট কোহলি নিজের ছন্দে ব্যাট করছিলেন। রজত পতিদার ৮ করে ফিরে গেলেন বোল্টের বলে বোল্ড হয়ে। এলেন ম্যাক্সওয়েল। এসেই রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন।৩৯ রানের ইনিংস সাজানো ছিল তিনটি বাউন্ডারি এবং দুটি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। একটা ছক্কা হাঁকালেন ১০০ মিটার। মনে হচ্ছিল সহজেই সময়ের অনেক আগে ম্যাচ বের করে নেবে আরসিবি। কিন্তু ম্যাক্সওয়েল ফিরে গেলেন জেনসেনের বলে। ধরা পড়লেন লিনের হাতে। বিরাট নিজে এলবি হলেন বুমরার বলে। তাঁর সংগ্রহ ৩৩। শাহবাজ তাড়াতাড়ি ফিরে গেলেও ড্যান ক্রিশ্চিয়ানকে নিয়ে লড়াই জারি রাখেন ডিভিলিয়ার্স। প্রথাগত ক্রিকেটের বাইরে শট খেলার জন্য বিখ্যাত তিনি। সেরকমই কিছু শট খেললেন এদিন। ড্যান ক্রিশ্চিয়ান ফিরে গেলেন বলে ১ করে। বুমরার বলে পয়েন্টে ক্যাচ ধরলেন চাহার। আইপিএলের "এল ক্লাসিকো"। বিরাট কোহলি বনাম রোহিত শর্মা। মুম্বই বনাম বেঙ্গালুরু। লাল বনাম নীলের লড়াই। যদিও চ্যাম্পিয়নশিপের বিচারে দুই দলের লড়াই চলে না, তবুও একাধিক দুরন্ত ক্রিকেটার থাকাটা দুই দলের প্রধান আকর্ষণ।

একদিকে যদি থাকেন রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার, পোলার্ড, হার্দিক পান্ডিয়ার মত তারকা, অন্যদিকে বিরাট কোহলি, ওয়াশিংটন, সিরাজ, জেমিসন দের মত তারকা। পয়সা উসুল ছাড়া আবার কী? উদ্বোধনী ম্যাচে টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বিরাট কোহলির মুখে বড় হাসি দেখা দিয়েছিল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতলেও টসে বারবার হারতে হয়েছিল বিরাটকে। কুইন্টন ডি কক কোয়ারেন্টাইন পর্ব কাটাচ্ছেন, তাই এদিন খেলতে পারেননি। রোহিতের সঙ্গে মুম্বইয়ের হয়ে ওপেন করেন ক্রিস লিন। দুজনে মিলে বেশ ভাল শুরু করেছিলেন। যদিও চিদাম্বরম স্টেডিয়ামের উইকেটে বল পড়ে ধীরে আসছিল ব্যাটে।

রোহিত একটি বাউন্ডারি এবং একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে সবে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। এমন সময় ব্যক্তিগত ১৯ রানের মাথায় রান আউট হয়ে ফিরে যেতে হল মুম্বই অধিনায়ককে। লিনের ভুল কলে সারা দিয়ে ভুল করলেন রোহিত। বিরাটের থ্রো ধরে উইকেট ভেঙে দিলেন চাহাল। মুখে স্পষ্ট হতাশা নিয়ে ফিরে গেলেন হিটম্যান। সূর্যকুমার এসেই প্রথম বলে বাউন্ডারি মারলেন। লিন এবং সূর্য মিলে ৭০ রানের পার্টনারশিপ গড়লেন।

জেমিসনের বলে ৩১ করে উইকেটের পেছনে ধরা পড়লেন সূর্য। লিন মাত্র ১ রানের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেন। ওয়াশিংটনের বলে মারতে গিয়ে সোজা ওপরে উঠে গেল বল। পেছনদিকে অনেকটা দৌড়ে দুর্দান্ত ক্যাচ নিলেন ওয়াশিংটন নিজেই। হার্দিক পান্ডিয়া দুটি বাউন্ডারি মারলেও হার্শাল প্যাটেলের বলে এলবি হয়ে ফিরে গেলেন ১৩ করে। প্রায় একটা ফুলটস বল লাইন মিস করে আউট হলেন। ঈশান কিষান ফিরে গেলেন ২৮ করে। দুটি বাউন্ডারি এবং একটি ওভার বাউন্ডারি মারলেন ঈশান। প্যাটেলের বলে এলবি হয়ে ফিরলেন। শেষ তিন ওভার পোলার্ড এবং ক্রুনাল চেষ্টা করে গেলেন মুম্বইয়ের রান বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু দিনটা মুম্বইয়ের ছিল না। টুর্নামেন্টের নিজেদের প্রথম ম্যাচে হেরে শুরু করার ট্রেন্ড বজায় রাখল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা।দুই বল বাকি থাকতে দু রান নিতে গিয়ে ৪৮ রানে রান আউট হলেন ডিভিলিয়ার্স।শেষ বল পর্যন্ত গড়াল নাটকীয় ম্যাচ।এই বছরটা বিরাট কোহলির দলের হবে কিনা সেটা হয়তো সময় বলবে। কিন্তু গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জিতে শুরু করতে পারাটা অবশ্যই লাল জার্সিধারীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। আরসিবি জয়ী ২ উইকেটে

সঙ্গীতার গোল, তবু জয় অধরা ভারতের

আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি, ভারত ১ বেলারুশ ২, বেলারুশকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা অপূর্ণই থাকল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের। বৃহস্পতিবার উজবেকিস্তানে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে ১-২ হেরে মাঠ ছাড়লেন অদিতি চৌহানরা। সংযুক্ত সময়ে দুরন্ত গোল করলেন বাংলার সঙ্গীতা বাঁশফোর। প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলিতে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ভারতের ১২ ধাপ উপরে থাকা উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে দুরন্ত খেলেও জিততে পারেনি ভারত। বেলারুশ অবশ্য ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে। এই মুহূর্তে ভারতের মহিলা ফুটবল দল রয়েছে ৫৩ নম্বরে। বেলারুশ ৫৬তম স্থানে। কিন্তু ম্যাচের আগে কোচ মেমল রকি জানিয়েছিলেন, ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকলেও বেলারুশ শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ভারতীয় দলের কোচের আশঙ্কাই সত্যি হল। তাসখন্দে এ জি এম কে স্টেডিয়ামে ২-১ জিতল বেলারুশ।বৃহস্পতিবার শুরুটা কিন্তু দুর্দান্ত করেছিল ভারতীয় দল। ম্যাচের তিন মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল তারা। কিন্তু সৌমা গুগুলথের শট ক্রসবারে লাগে। ১১ মিনিটে অঞ্জু তামাংয়ের শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বেলারুশ প্রথম গোল করার সুযোগ পায় ১৭ মিনিটে। গোল লাইন থেকে বল বিপন্মুক্ত করেন রঞ্জনা চানু। প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য ভাবে।দ্বিতীয়ার্ধে অন্য ছবি। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে বেলারুশ। ৫০ মিনিটে তাদের গোল অফসাইডের কারণে বাতিল করে দেন রেফারি। গতির বিরুদ্ধে ৬১ মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল ভারত। বল নিয়ে মণীষা কল্যাণ বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে যে শট নেন, তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ছ'মিনিটের মধ্যেই পেনাল্টি থেকে গোল করে বেলারুশকে ১-০ এগিয়ে দেন শুপো নাস্তাসিয়া। মিনিট দশেকের মধ্যেই ২-০ এগিয়ে যায় বেলারুশ। বল ধরে ভারতের পেনাল্টি বক্সে ঢুকে গোলরক্ষক অদিতিকে কাটিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন পিলিপেঙ্কা হানা। ৮৭ মিনিটে অবধারিত গোল বাঁচান অদিতি। সংযুক্ত সময়ে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে দুরন্ত শটে ১-২ করেন জাতীয় দলে বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি সঙ্গীতা।

বার্সাকে হারাতে কি করণীয়, বললেন বেনজেমা

মৌসুমের শুরুর দিকের ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠেছে দুই দলই। বার্সেলোনা তো রীতিমত অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে মুখোমুখি লড়াইয়ের আগে তাই নানা কৌশল নিয়ে ভাবছেন করিম বেনজেমা। অনেক ভেবে ফরাসি তারকা সতীর্থদের জানালেন করণীয়। প্রতিপক্ষ যে জায়গায় বরাবর শক্তিশালী সেই বল দখলে আধিপত্য ধরে রেখে সর্বশক্তি দিয়ে চাপ প্রয়োগ করতে হবে।মাদ্রিদের আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে এবারের লা লিগায় দ্বিতীয় ক্লাসিকো শুরু হবে শনিবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায়। গত অক্টোবরে আসরের প্রথম লেগে বার্সেলোনার মাঠ থেকে ৩-১ ব্যবধানের জয় নিয়ে ফিরেছিল রিয়াল।তবে প্রথম ১০ রাউন্ডের চারটিতে হারা বার্সেলোনা এবার দারুণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। লিগে শেষ ১৯ ম্যাচে অপরাজিত তারা; এর মধ্যে টানা ৬টিসহ ১৬টি জয়।পয়েন্ট তালিকার সেরা তিন দলের মধ্যে পয়েন্ট ব্যবধান মাত্র ৩। ২৯ রাউন্ড শেষে ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আতলেতিকো মাদ্রিদ, ১ পয়েন্ট পিছিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা। ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে শিরোপাধারী রিয়াল।শিরোপা নির্ধারণে এই ম্যাচের ফল তাই ফেলতে পারে অনেক বড় প্রভাব।

ম্যাচটাকে তাই 'ফাইনাল' হিসেবে নেওয়া এই স্ট্রাইকার বাতলে দিলেন এই ম্যাচে নিজেদের করণীয়ও।"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা মাঠে কি করতে সক্ষম। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা কি কৌশলে খেলব। তারা কী করবে, তাতে মনোযোগ দেওয়ার কিছু নেই। আমরা যখন তাদের ওপর চাপ দেব তখন সেটা যতটা সম্ভব প্রবল হতে হবে। আর যখন আমরা বল পাব তখন লম্বা সময় এর দখল রাখতে হবে, কারণ বলের পেছনে ছোটা তারা পছন্দ করে না।"জয়ের ধারায় আছে রিয়ালও; গত তিন ম্যাচসহ শেষ ৯ রাউন্ডের সাতটিতেই জিতেছে তারা, বাকি দুটি ড্র। আর দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিতে দারুণ ভূমিকা রেখে চলেছেন বেনজেমা। লিগে এখন পর্যন্ত করেছেন ১৮ গোলে, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মৌসুমে ৩৩ বছর বয়সী তারকার গোল ২৪টি।আসছে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও গোল করতে আত্মবিশ্বাসী বেনজেমা।"আমার কাছে তো বটেই, সবার কাছেই এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল ম্যাচ। এই কারণে এই ম্যাচে গোল করাটা হবে বিশেষ কিছু।"

ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি নিয়ে বিবাদের জেরে আতঙ্কিত ফুটবলারেরা !

লগ্নিকারী সংস্থার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি নিয়ে বিবাদের জেরে আতঙ্কিত ফুটবলারেরা! ক্লাব ছাড়ার ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন লাল-হলুদের একাধিক তারকা।সপ্তম আইএসএল চলাকালীন মুম্বই সিটি এফসি ছেড়ে এসসি ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিলেন সার্থক গলুই ও সৌরভ দাস।আগামী মরসুমে তাঁদের রেখেই দল গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল কর্তারা চূড়ান্ত চুক্তিতে এখনও স্বাক্ষর না করায় স্থগিত হয়ে গিয়েছে দল গঠনের প্রক্রিয়া। জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই সার্থক-কে প্রস্তাব দিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি ও কেরল ব্লাস্টার্স। গোলরক্ষক দেবজিৎ মজুমদারকে নিতে আগ্রহী ওড়িশা এফসি। দুই ফুটবলার এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। এসসি ইস্টবেঙ্গলের টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁদের নিয়ে কী ভাবছেন, জানতে চেয়েছেন। লাল-হলুদের লগ্নিকারী সংস্থার কর্তারা আরও একবার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, চূড়ান্ত চুক্তিতে সই না হওয়া পর্যন্ত দল গঠনের প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে।আইএসএলের বাকি দলগুলি যখন পুরোদমে দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে, লাল-হলুদ শিবিরে শুধুই আঁধার। লগ্নিকারী সংস্থার কর্তারা বলেই দিলেন, "ইতিমধ্যেই আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছি। ইস্টবেঙ্গল চূড়ান্ত চুক্তিতে সই না করলে আমরা আর বিনিয়োগ করব না।" যোগ করলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে স্বাক্ষরিত হওয়া টার্মশিট ও চূড়ান্ত চুক্তির মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে, তা জানতে চেয়ে গত ২৪ মার্চ ইস্টবেঙ্গলকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এখনও জবাব পাইনি। তা হলে কেন দল গড়ার উদ্যোগ নেব? লাল-হলুদের বিদেশি ফুটবলারেরাও ক্রমশ আগ্রহ হারাচ্ছেন। মাঠি স্টেনম্যানের সঙ্গে আরও এক মরসুম চুক্তি রয়েছে এসসি ইস্টবেঙ্গলের। তা সত্ত্বেও তিনি কথাবার্তা চালাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন রোর-এর সঙ্গে। সূত্রের খবর, ক্লাব কর্তাদের অনুরোধ করেছেন তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ব্রাইটের কাছেও একাধিক ক্লাবের প্রস্তাব রয়েছে। এসসি ইস্টবেঙ্গলের কর্তারা বললেন, "আমাদের কিছু করার নেই। ফুটবলারদের দোষ দিয়ে তো লাভ নেই। ওদের নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতেই হবে। ফুটবলারদের আমরা চুক্তি সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়েছি। এই পরিস্থিতিতে ওদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কিছু দিন অপেক্ষা করার অনুরোধই শুধু করতে পারি।

ক্লাসিকো দিয়ে ফিরছেন পিকে-রবের্তো

রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ম্যাচের আগে দারুণ এক সুখবর পেয়েছে বার্সেলোনা। চোট কাটিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের দলে ফিরেছেন জেরার্দ পিকে ও সের্হি রবের্তো।হাঁটুর চোটে তিন মাস মাঠের বাইরে থাকার পর গত ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ দিয়ে ফিরেছিলেন পিকে। কিন্তু গত মাসের শুরুতে কোপা দেল রের সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে সেভিয়ার বিপক্ষে হাঁটুতে আবারও চোট পান স্প্যানিশ এই ডিফেন্ডার।এই মৌসুমে সব মিলিয়ে পিকে খেলতে পেরেছেন কেবল ১৫ ম্যাচ। চোটের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে আরেক দফায় তিনি ফিরতে যাচ্ছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।গত নভেম্বরে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে বার্সেলোনার হারের ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন স্প্যানিশ রাইট-ব্যাক রবের্তো। সে সময়ই বার্সেলোনা জানিয়েছিল, তাকে দুই মাস থাকতে হবে মাঠের বাইরে।এর পর জানুয়ারিতে মাঠে ফিরেন তিনি। কিন্তু আবারও চোটে পড়ে তাকে ছিটকে যেতে হয়। এবার চোট পান তিনি উরুতে। মাঝে ডিসেম্বরে করোনাভাইরাস পজিটিভও হয়েছিলেন রবের্তো।

চোটে বদলে গেল ক্লাসিকোর রেফারি

ম্যাচের আগে খেলোয়াড়দের চোট পাওয়ার ঘটনা তো হরহামেশাই ঘটে। এবার চোট পেলেন রেফারি! আসছে ক্লাসিকো থেকে পেশির চোটে ছিটকে গেলেন আন্তোনিও মাতেও লাহোস।তার জায়গায় হেসুস জিল মানসানোকে নিয়োগ দিয়েছে দা প্রফেশনাল কম্পিটিশন রেফারিং কমিটি (সিএসিপি)।লা লিগায় শনিবার মৌসুমের দ্বিতীয় ক্লাসিকোয় মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত একটায় শুরু হবে ম্যাচটি। গত বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখ ও পিএসজি ম্যাচে লাহোসের রেফারিং দারুণ প্রশংসিত হয়। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি লা লিগায় দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইও ভালোভাবে পরিচলনা করবেন, এমনটাই আশা করা হয়েছিল। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় সেটা আর হচ্ছে না।স্প্যানিশ ক্রীড়া পত্রিকা মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিল মানসানোর এ সপ্তাহে বিশ্রামে থাকার কথা ছিল। তাই রেফারি চোট পাওয়ায় তার জায়গায় দায়িত্ব পাওয়ার কথা ছিল হোসে লুইস মানুয়েরা মনতেরোর।রেফারি হেসুস জিল মানসানো ও জেরার্দ পিকে। ফাইল ছবিরেফারি হেসুস জিল মানসানো ও জেরার্দ পিকে। ফাইল ছবিমানসানো দায়িত্ব পাওয়ায় এবং চোট কাটিয়ে বার্সেলোনা ডিফেন্ডার জেরার্দ পিকে দলে ফেরায় পুরনো একটি বিষয় নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।

স্প্যানিশ এই রেফারির বিরুদ্ধে গত বছর একবার লিখিত অভিযোগ করেছিল বার্সেলোনা।পিকের সঙ্গে মানসানোর বিবাদও নতুন নয়। ২০১৮-১৯ মৌসুমে জিরোনার বিপক্ষে বার্সেলোনার এক ম্যাচে ডিফেন্ডার ক্লেমোঁ লংলেকে মানসানো লাল কার্ড দিলে তার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেছিলেন পিকে।তারও আগে ২০১৭ সালে ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে বিতর্কিত এক পেনাল্টির সুবাদে ৩-২ গোলে জেতে রিয়াল। ওই ম্যাচের পর টুইটারে মানসানোর কড়া সমালোচনা করেন পিকে।এ পর্যন্ত রিয়াল মাদ্রিদের ৩১টি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন মানসানো; এর ২৫টি জিতেছে তারা, তিনটি করে ড্র ও হার। আর তার পরিচালনায় বার্সেলোনা ২০ ম্যাচের ১১টি জিতেছে, পাঁচটিতে ড্র করেছে ও চারটিতে হেরেছে।এই মৌসুমে তার পরিচালনায় রিয়াল তিন ম্যাচ খেলে একটি করে জিতেছে (আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে, রাউল গার্সিয়া বহিষ্কার হয়েছিলেন), হেরেছে (ভালেন্সিয়ার মাঠে, তিনটি পেনাল্টির ম্যাচে) ও ড্র (রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে) করেছে।আর এবারের লা লিগায় বার্সেলোনার একটি ম্যাচে রেফারি ছিলেন মানসানো। সেভিয়ার বিপক্ষে তাদের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছিল। স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালেও রেফারি ছিলেন তিনি; বার্সেলোনার হারের ওই ম্যাচে লাল কার্ড পেয়েছিলেন লিওনেল মেসি।

Short Notice Inviting Quotation (SNIQ)

Sealed quotation are invited in **2 (Two) bid system (Technical bid & Financial bid)** by the undersigned on the behalf of the Government of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/Supplier/Agent/Authorized Dealer/ Firm/Interest person for supply of **Dot Matrix pre-printed Paper & Dot Matrix Printer Cartridge for use in IGM Hospital, Agartala.**

The quotation form with detailed description of item & terms and conditions will be available in the Medical Superintendent Office, FGM. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from **11:00 am to 4 pm frec of cost upto 17/4/2021.**

The quotation would be received at the office of the undersigned **up to 4 pm of 17th Apri1,2021 by Register post/speed post/Courier Service/By Hand** and will be opened on 23rd Apri1,2021 or next working day, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala.

ICA-C-050/2021-22 **Medical Superintendent I.G.M. Hospital, Agartala.**

PNIeT No: 02/EE/CCD/PWD/2021-22, Dated. 08/04/2021

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender (Single Bid) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 29-04-2021 for the work **Maintenance of Government residential building during the year 2021-2022 / SH:- Repair I Maintenance of Type Qtr.[Type 111:43 Nos. & Type IV:51' Nos, total : 94 no. Qtrs.] at Kunjaban Township Qtr. complex, Agartala..** For Details visit website **https://tripuratenders.gov.in** . Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Estimated Cost: Rs.24,92,856.00, Earnest Money: Rs.24,929.00 and Time for completion: 365 Days.

ICA-C-043/2021-22 **(Er. P.P. Ghosh Adhikari) Executive Engineer Capital Complex Division, PWD(R&B), Kunjaban Extensio,Agartala, Tripura(W)**

NATURE OF PUBLICATION IN LOCAL DAILIES

সন্ধান চাই

Ref. BLN WMN P.S GDE No.09 dated 26-03-2021

পাশের ছবিটি শ্রমিতি মুক্তা চক্রবর্তী (মজুমদার) আনুমানিক বয়স ২৯ বৎসর, পিতা-শ্রী মানিক চক্রবর্তী এবং স্বামী শ্রী পার্থ মজুমদার, সাং-দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর, থানা-বিলোনিয়া, জেলা-দক্ষিণ ত্রিপুরা, উচ্চতা -৫ফুট, গায়ের রঙ ফর্সা, পরাছিল শাড়ী। গত ২৪/০৩/২০২১ (ইং) তাহার পিতার (মানিক চক্রবর্তী) বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, সে আর বাড়িতে ফিরে আসে নাই। উক্ত নিখোঁজ মহিলাটিকে এখন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানার ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(যোগাযোগের ঠিকানা)

১) এসপি (ডিআইবি) কন্ট্রোল দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিলোনিয়া
ফোন নম্বর ঃ- ০৩৮২৩-২২২০৫২

২) বিলোনিয়া মহিলা থানা ঃ ফোন নম্বর ঃ- ৬০৩৩২৩৭৫১৭

ICA-D-033-2021-22 Superintendent of Police South Tripura District

ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER (2nd CALL) FOR THE SETTLEMENT OF 1(ONE) FOREIGN LIQUOR-WAREHOUSE UNDER UNAKOTI DISTRICT

The Collector of Excise, Unakoti District invites E-Tender through the Tripura Tender Portal **(https://tripuratenders.gov.in)** for the settlement of 1 (one) Foreign Liquo Warehouse within Unakoti District for the Financial years 2021-2022 , 2022-23 & 2023 24 under the provisions of Rule 154 read with Rule 22 and Rule 29A of the Tripura Excise Rules, 1990(as amended time to time).

Details of the terms & conditions of the 'Notice Inviting e-Tender' are available in the e. procurement website-**https://tripuratenders.gov.in.**,District NIC Portal-**www.unakoti.nic.in** and in the Notice Board of O/o-the Collector of Excise, Unakoti District, Kailashahar. All future Corrigen.du'm/addendum relating to this tender, if issued, will be published only in the above website. For any query, please contact by e-mail to **exciseunakoti23@gmail.com.**

(T. Ray, IAS) Collector of Excise Unakoti District: Kailashahar

ICA-C-055/2021-22

এনএসইউআই'র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

আজ পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ দফার ভোট, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : রাত পোহালেই পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ দফার ভোট। আগামীকাল শনিবার ৫ জেলার ৪৪ আসনে ভোটগ্রহণ হবে। চতুর্থ দফায় মোট ৩৭৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা হবে। ইতিমধ্যেই আগামীকালের ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের দিকে রওনা দিতে শুরু করেছেন ভোট কর্মীরা। আগামীকাল যে ৪৪ আসনে ভোট হবে তার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১১, হুগলির ১০, হাওড়ার ৯, কোচবিহারে ৯ এবং আলিপুরদুয়ারের ৫ আসন আছে। এই দফার ভোটে ভাগ্য পরীক্ষা হবে একগুচ্ছ হেভিওয়েট প্রার্থীর। আগামী ১০ এপ্রিল শনিবার রাজ্যের যে ৫ জেলার ৪৪ আসনে ভোট নেওয়া হবে, সেখানে বুথ পাহারায় ৭৯৩ কোম্পানি আধা সেনা মোতায়েন করা হবে।

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তোড়জোড়ের পর্ব শেষ। শনিবার সকালেই একুশের নির্বাচনের চতুর্থ দফার ভোট। শনিবার ভোটগ্রহণের জন্য শুক্রবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ডিসিআরসি সেন্টারগুলিতে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সেন্টার থেকে ভোটের সামগ্রী দেওয়ার কাজ চলছে। শুক্রবার সকাল থেকেই বিভিন্ন ডিসিআরসি সেন্টারে ভোটগ্রহণের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা আসতে শুরু করেছেন। এর পাশাপাশি পুলিশ কর্মীরাও আসতে শুরু করেছেন। পরে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কর্মী ভোটগ্রহণের সামগ্রী সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট যানবাহনে করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, শনিবার ভোট গ্রহণের জন্য সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণ হবে মেখলিগঞ্জ , মাথাভাঙা , কোচবিহার উত্তর , কোচবিহার দক্ষিণ , শীতলকুচি , সিতাই , দিনহাটা , নাটাবাড়ি , তুফানগঞ্জ, কুমারগ্রাম , কালচিনি, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা , মাদারিহাট , সোনারপুর দক্ষিণ, ভাঙড়, কসবা, যাদবপুর, সোনারপুর উত্তর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া মধ্য, শিবপুর, হাওড়া দক্ষিণ, সাঁকরাইল , পাঁচলা, উলুবেড়িয়া পূর্ব, ডোমজুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম ও চণ্ডীতলা।

বিজেপি এবং তৃণমূল এই দফার সব কটি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। অন্যদিকে সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে সিপিআই(এম) প্রার্থী ২২ জন, কংগ্রেস ৯ জন, ফরওয়ার্ড ব্লক ৬ জন, আই এস এফ ৪ এবং আর এস পি-র ২ জন করে এবং ১ জন সিপিআই প্রার্থী আছেন। সব মিলিয়ে আগামীকালের ৪৪ আসনের জন্য মোট প্রার্থী আছেন ৩৭৩ জন। যার মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৫০। এই দফায় মোট নির্দল প্রার্থী ১৫৩ জন। মোট বুথের সংখ্যা ১২,৩১০। আগামীকালের ভোটদানে অংশ নেবেন প্রায় ১.১৫ কোটি ভোটার। যার মধ্যে প্রায় ৫৬.৯৪ লক্ষ মহিলা এবং ২৯৩ জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ।

"হাইভোল্টেজ" কেন্দ্র নন্দীগ্রামের পর এবার হেভিওয়েট তারকাদের যুদ্ধ। কেউ কেউ একেবারেই রাজনীতিতে শিক্ষানবিশ। আবার কেউ পোড়খাওয়া নেতা। নবাগতরা "রাজনীতি"র "র" না বুঝলেও, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার থেকে, ঘরের দরজায় দরজায় ঘুরে প্রতিদিন নজর কেড়ে নিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের। পাখির চোখ টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র। সেখানকার প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপি প্রার্থী লড়ছেন তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাসের বিপরীতে। বাংলার ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে বিজেপির হয়ে শুরু থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি। গানে, বক্তব্যে দলের প্রতিশ্রুতি মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। টলি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল এক ঝাঁক শিল্পীর। যে কারণে তাঁরা দলে দলে রঙ বদলেছেন। এক শিবির থেকে গেছেন অন্য রাজনৈতিক শিবিরে। তাঁদের অপূর্ণ আশা, পুরনো টলিপাড়া ফেরত পেতে বিজেপির নবাগতরা বাবুল সুপ্রিয়র উপরই আস্থা রাখছেন। অন্যদিকে বেহালা পশ্চিমে তৃণমূলের জাঁদরেল নেতা ও শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির বিপরীতে লড়ছেন বিজেপি প্রার্থী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। বৃহস্পতিবার শেষ প্রচারে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর রোড শো পুলিশ বাতিল করতেই পর্ণশ্রী থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান তিনি। নায়িকা শ্রাবন্তীর এমন রূপ সাধারণের কাছে একেবারেই অপরিচিত। তবুও প্রচারে শুরু থেকেই তিনি তাক লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। বেহালা পূর্বে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী পায়েল সরকার। শোভন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ও তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে তিনি লড়ছেন। উগ্র মেজাজে কোনওদিনও তাঁকে দেখা যায়নি। বরং পরিস্থিতি সরগরম থাকলেও মাথা ঠান্ডা রাখতেই দেখা গেছে পায়েলকে। তবে সাধারণের মতে, বেহালায় বিশেষ করে মহিলা ভোট পাওয়ার সম্ভবনা বেশি রত্না চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি সেই এলাকারই মানুষ। ফলে, সেখানকার সমস্যার কীভাবে সমাধান করতে হবে সেটা তাঁর জানা বলেই দাবি তৃণমূল কর্মীদের। বিজেপি সমর্থকদের দাবি, এই ক'দিনেই পায়েল বেহালার "ঘরের মেয়ে" হয়ে উঠেছেন। নজরে যশ দাশগুপ্তও। চণ্ডীতলায় সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত বাম-প্রার্থী মহম্মদ সেলিমের বিপরীতে বিজেপির হয়ে লড়ছেন তিনি। নবাগত বলেই দফায় দফায় তাঁর হয়ে প্রচারে এসেছেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭ দিনে ১৪৯টি জেলায় নতুন করোনা-আক্রান্ত নেই ঃ হর্ষ বর্ধন

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন জানিয়ে দিলেন, 'বিগত ৭ দিনের মধ্যে দেশের ১৪৯টি জেলায় নতুন করে কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি।' একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'দেশে এই মুহূর্তে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১, ১৯,১৩,২৯২ জন। সুস্থতার হার ২-৩ মাস আগে ছিল ৯৬-৯৭ শতাংশ, তা এখন ৯১.২২ শতাংশে পৌঁছেছে।' শুক্রবার কোভিড-১৯ নিয়ে মন্ত্রীদের উচ্চ-পর্যায়ের ২৪ তম বৈঠকে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন। বৈঠকে হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, 'বিগত ৭ দিনের মধ্যে দেশের ১৪৯টি জেলায় নতুন করে কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি। বিগত ১৪ দিনে ৮টি জেলায় কেউ সংক্রমিত হননি এবং বিগত ২১ দিনে ৩টি জেলায় নতুন করে কেউ আক্রান্ত হননি।' স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'এই মুহূর্তে ভেন্টিলেটরে রয়েছেন চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর ০.৪৬ শতাংশ, আইসিইউতে ২.৩১ শতাংশ রোগী এবং অক্সিজেন-সাপোর্টেড বেডে ৪.৫১ শতাংশ রোগী। আমাদের সর্বশেষ বৈঠকে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১,৫৩,৮৪৭ এবং শুক্রবার মৃত্যুর সংখ্যা ১,৬৭,৬৪২-এ পৌঁছেছে। সেই সময় অতিরিক্ত ১২৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং এখন সেই সংখ্যা ৭৮০।'

ভারতে করোনা-প্রকোপের মধ্যেই টিকাকরণ দ্রুততার সঙ্গে চলছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, 'শুক্রবার সকাল ৯টা পর্যন্ত দেশের ৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৬২ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৬,৯১,৫১১ জনকে টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে একদিনে ৪৩ লক্ষ টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ৪৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সের মধ্যে যাঁরা, এমন ২.৬১ কোটির বেশি মানুষকে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে এবং ৫,২৩,২৬৮ জনকে টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের বয়স ৬০ বছরের উর্ধে এমন ৩.৭৫ কোটির বেশি মানুষকে প্রথম দফার ডোজ দেওয়া হয়েছে এবং ১৩ লক্ষের বেশি মানুষকে দ্বিতীয় দফার ডোজ দেওয়া হয়েছে।' স্বাস্থ্যকর্মীদের টিকাকরণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, '৮৯ লক্ষের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী টিকার প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন এবং ৫৪ লক্ষের বেশি স্বাস্থ্যকর্মী দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন।' দেশের নাগরিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশেও টিকা পাঠিয়েছে ভারত সরকার। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথায়, 'এখনও পর্যন্ত ৮৪টি দেশে ৬.৪৫ কোটি টিকার ডোজ রফতানি করেছি আমরা। যার মধ্যে অনুদান হিসেবে ৪৪টি দেশকে ১.০৫ কোটি ডোজ, বাণিজ্যিক চুক্তি হিসেবে ২৫টি দেশকে ৩.৫৮ কোটি ডোজ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভ্যাক্স ফেসিলিটির মাধ্যমে ৩৯টি দেশকে ১.৮২ কোটি ডোজ।'

ভ্যাকসিনের ঘাটতি সমস্যা, উৎসব মোটেও নয় ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.): করোনা-মহামারীকে রুখতে ৪ দিন ব্যাপী 'টিকা উৎসব'-এর ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তা নিয়ে এ বার তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, যে ভাবে সংক্রমণ বেড়ে চলেছে, তাতে টিকার ঘাটতিতে ঘোর সঙ্কট দেখা দিয়েছে, যা কখনওই "উৎসব" হতে পারে না। শুক্রবার রাহুল গান্ধী টুইট করে লিখেছেন, 'করোনা সঙ্কটে ভ্যাকসিনের ঘাটতি অতিগম্ভীর সমস্যা, উৎসব মোটেও নয়। এমন পরিস্থিতিতে নিজের দেশের মানুষকে বিপদে ফেলে বিদেশে টিকা রফতানির সিদ্ধান্ত কি সঠিক? কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই সব রাজ্যকে সাহায্য করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। একজোট হয়ে মহামারীকে হারাতে হবে আমাদের।"" উল্লেখ্য, দেশে ক্রমবর্ধমান করোনা-সংক্রমণ নিয়ে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকে ১১ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিলএই ৪ দিন ধরে 'টিকা উৎসব' পালনের কথা বলেন তিনি। বয়সসীমা মেনে এই সময়ের মধ্যে যত বেশি সম্ভব টিকাকরণে জোর দিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী। এই "টিকা উৎসব" নিয়েই শুক্রবার খোঁচা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যেই টিকা পাঠিয়েছে ভারত সরকার। শুক্রবারই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত ৮৪টি দেশে ৬.৪৫ কোটি টিকার ডোজ রফতানি করেছি আমরা। যার মধ্যে অনুদান হিসেবে ৪৪টি দেশকে ১.০৫ কোটি ডোজ, বাণিজ্যিক চুক্তি হিসেবে ২৫টি দেশকে ৩.৫৮ কোটি ডোজ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভ্যাক্স ফেসিলিটির মাধ্যমে ৩৯টি দেশকে ১.৮২ কোটি ডোজ।'

মমতা-শুভেন্দু দু'জনেরই কমিশনের চিঠির জবাব দেওয়া উচিত, বললেন শাহ

কলকাতা, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী দু'জনের বিরুদ্ধেই উস্কানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগ রয়েছে। দু'জনকেই নোটিস দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেই নোটিস নিয়ে এখনও পর্যন্ত শুভেন্দুবাবু কোনও মন্তব্য করেননি। তৃণমূলনেত্রী বলেছেন, "একটা কেন ১০টা নোটিস ধরালেও আমার কিছু এসে যায় না।" শনিবার সেই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বললেন, "দু'জনেরই উচিত নোটিশের জবাব দেওয়া।"

নন্দীগ্রামের ভোটের দিন মমতাকে 'বেগম' বলেছিলেন শুভেন্দু। তারপরেই শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানায় তৃণমূল। নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থীর অবমাননা করে শুভেন্দু নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করছেন বলে অভিযোগ ছিল তৃণমূলের। তারই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার শুভেন্দুবাবুকে নোটিস পাঠায় কমিশন। সেখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল শুভেন্দুকে। সেই চিঠি জমা পড়েছে কি না, তা কমিশন সূত্রে জানা যায়নি।

তবে বুধবারই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেয় কমিশন। ভোটের প্রচারে হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণ তৈরির অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবারই মমতা এ নিয়ে জনসভা থেকেই জানিয়েছেন, কমিশনের নোটিসে তাঁর কিছু এসে যায় না। এর পরে শুক্রবারও কমিশন একটি নোটিস পাঠিয়েছে মমতাকে। গত ২৮ মার্চ এবং ৭ এপ্রিল প্রচার সভা থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে মন্তব্যের জেরেই এই নোটিস বলে কমিশন সূত্রে খবর। বৃহস্পতিবার নোটিস ধরানো হয় তৃণমূল নেত্রীকে।

এমস হাসপাতাল এক সপ্তাহে ৩২ জন স্বাস্থ্যকর্মীর করোনা পজিটিভ

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করতে গিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী সহ চিকিৎসকরাও করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন। রাজধানীতে এমন অবস্থার মধ্যে এবার দিল্লি এমস হাসপাতাল এক সপ্তাহে ৩২ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা পজিটিভ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসকও রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে অনেক কর্মচারী এখনও ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে পারেন নি। এপ পাশাপাশি জানা গিয়েছে, শহরে এ ধরনের কয়েকটি বড় হাসপাতালেও ৩০ জনেরও বেশি কর্মচারী মারণ ভাইরাসের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে আবার স্থানীয় স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালের ৩৭ জন চিকিৎসকের করোনা পজিটিভ বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে কোভিড রোগীর সেবা করতে গিয়ে এই ৩৭ জন চিকিৎসক করোনা পজিটিভ হয়েছেন। এদের মধ্যে ৩২ জন চিকিৎসককে আইসোলেশনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বাকিদের হালকা উপসর্গ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অবন্তীপোরায় এনকাউন্টারে নিকেশ দুই জঙ্গি, শোপিয়ানে খতম মোট ৫ সন্ত্রাসী

শ্রীনগর, ৯ এপ্রিল (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাস-দমন অভিযানে ফের বিরাট সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দু"জন জঙ্গি। অবন্তীপোরার ত্রাল এলাকার নাইবুগের ঘটনা। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে রয়েছে আনসার গাজাওয়াত-উল-হিন্দ প্রধান ইমতিয়াজ শাহ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় অবন্তীপোরার ত্রাল এলাকার নাইবুগে লুকিয়ে রয়েছে কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। সেই খবর পাওয়ার পর শুক্রবার সকালে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী। কয়েক ঘন্টার এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ইমতিয়াজ শাহ-সহ দু"জন সন্ত্রাসবাদী। কাশ্মীরের আইজি জানিয়েছেন, ত্রাল এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে আনসার গাজাওয়াত-উল-হিন্দ প্রধান ইমতিয়াজ শাহ-সহ দু"জন জঙ্গি। অপর জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ানে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে আরও দু"জন জঙ্গি। মোট ৫ জন জঙ্গি খতম হয়েছে। বৃহস্পতিবারই শোপিয়ানের জন মহল্লা এলাকায় নিকেশ হয়েছিল ৩ জন জঙ্গি। মসজিদে লুকিয়ে থাকে আরও দু"জন জঙ্গি। শুক্রবার সকালে স্থানীয় মসজিদের ভিতর থেকে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানায়, ওই দু"জন জঙ্গিকে বোঝানোর জন্য মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন জঙ্গিদের ভাই এবং স্থানীয় ইমাম। কিন্তু, সন্ত্রাসীরা তাঁদের কথা শোনেনি। পরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু"জন জঙ্গি। শোপিয়ান এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে মোট ৫ জন জঙ্গি।

করোনা আক্রান্তের জেরে নাইট কার্ফুর পর বন্ধ হল দিল্লির সমস্ত স্কুল

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের মত দিল্লিতেও লাফিয়ে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ। দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির জেরে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শুক্রবার থেকে রাজধানীর সব স্কুল বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্কুল খোলা হবে না। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল টুইটে বলেন, 'দিল্লিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সরকারি ও বেসরকারি সব স্কুল বন্ধ রাখা হবে এবং পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা বন্ধ থাকবে।' কয়েকদিন আগেই রাজধানীতে কোভিড—১৯ সংক্রমণ রোধ করতে দিল্লি সরকার নৈশ কার্ফু জারি করেছিল।

সংবাদ সংস্থার ভবিষ্যৎ ভাল, নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য সজাগ থাকতে হবে ঃ প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : আজ দেশের প্রতিটি নাগরিক সজাগ রয়েছেন। তারা নিজের যেকোনো বিষয়ে এবং পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে ও তার গভীর পৌঁছে যান। এর মাধ্যমে তাদের বোঝা সম্ভব বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। শুক্রবার হিন্দুস্তান সমাচার (বহুভাষী সংবাদ সংস্থা)-র ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি বলেন, সংবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝতে আজ যে কোন সংবাদ সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এদিন তিনি কনস্ট্রিটিউশন কোলাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিন্দুস্থান সমাচার সমুহের সম্পাদক রামবাহাদুর রায়, সভাপতি রবীন্দ্র কিশোর সিনহা এবং সংস্থার কার্যকারী সভাপতি অরবিন্দ মার্ডিকর-দের সঙ্গে ভারতীয় নববর্ষের উপর আধারিত 'দৈনন্দিনী' ডায়েরি এবং 'যথাবত' পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ অনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, খবর আজকাল বড় ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এই ব্যবসায়ে থাকতে হলে সংবাদ সংস্থার খবরের গুণগত মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা উপর বেশি নজর দেওয়া উচিত। বিশেষ খবরের পাশাপাশি কিছু অন্য ধরনের খবর থাকা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় সংবাদ সংস্থার সব ধরনের খবরকে সামনে আনা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী এখন সংবাদ সংস্থাগুলোর উপরও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তিনি এও বলেন, সংবাদ জগতের ক্ষেত্রে প্রথমে ব্রেকিং খবর প্রথম কে দিতে পারল, এক সময়ে তাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হত। অর্থাৎ প্রতিযোগিতাই বড়। এজন্য আগে সংবাদ সংস্থা গুলোর নিজেদের পরিবর্তনের প্রয়োজন। একটি সংবাদ সংস্থার কাছে স্বতন্ত্র কাজের ক্ষমতা দেওয়া হয়। আবার ওই সংস্থা বিশেষ ঘটনাকে বড় ঘটনা করে নিজের মতন সামনে আনতে পারে। তিনি সূত্রের মারফত খবরের সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার উপরে প্রশ্ন তোলেন। এই ধরনের খবর সংবাদ সংস্থায় কোন স্থান নেই বলে তিনি মনে করেন।

এদিন হিন্দুস্থান সমাচার সমুহের সম্পাদক রামবাহাদুর রায় জাতীয়তা ও ভাষাজ্ঞানের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, জাতীয়তা বিষয়ের উপর ইতিবাচক দিকে নজর রাখা উচিত। তিনি সংবাদ নিয়ে যারা ব্যবসা করেন, তাদের উপর প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, সদবাদ আজকাল মনোরঞ্জনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন সংস্থার কার্যকারী সভাপতি অরবিন্দ মার্ডিকর বলেন, দেশজুড়ে করোনা আবহের এক কঠিক পরিস্থিতির মধ্যে চলছে। এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষী সংবাদ সংস্থার কর্মীরা কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি কর্মীদের অভিনন্দন জানান। এদিনের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষী সংবাদ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার তথা এডিটর জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।